ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-208 ■ 9 May, 2025 ■ আগরতলা ৯ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৫ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাকিস্তানের কাপুরুষিত হামলা, প্রত্যাঘাত ভারতের

নয়াদিল্লি, ৮ মে ।। কাপুরুষিত হামলায় আবারও পাকিস্তান নিজেদের জাত চিনিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে ড্রোন ও বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। অবশ্য, ভারতের পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের হাড় কাপুনি উঠে গেছে। তাঁরা নিজ দেশের সাতটি শহরকে ব্ল্যাকআউট করতে বাধ্য হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ফের একবার চরম উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জম্মু, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে একের পর এক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু, পাকিস্তানের সমস্ত হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী। পাল্টা জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী লাহোর ও শিয়ালকোট সহ সাতটি শহরে হামলা চালিয়েছে বলে সেনা সূত্রে খবর। দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই সংঘাত নিয়ে উদ্বেগে গোটা অঞ্চল।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত পাঠানকোট শহর পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতিবার রাতেই সেখানে একাধিক পাক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে। নিরাপত্তার কারণে গোটা এলাকায় আলো নিভিয়ে 'ব্ল্যাকআউট' ঘোষণা করা হয়, নাগরিকদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- জম্মু, পাঠানকোট, উধমপুরের সেনাঘাঁটি এবং উরি লক্ষ্য করে পাক হামলা।
- ইসলামাবাদ, সিয়ালকোট, লাহৌর সহ ৭ বড় শহরে পাল্টা হানা ভারতের।
- তিনটি পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস, গ্রেফতার এক পাক পাইলট।
- প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেনাবাহিনীর বৈঠক, পরিস্থিতি বর্ণনা।
- তিন সেনা প্রধানের সাথে বৈঠক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের।
- শাহবাজ শরিফ ও এফ জয়শঙ্করের সাথে কথা বললেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো।
- দেশে বন্ধ করা হল ২৪টি বিমানবন্দর।
- রাজস্থান, পঞ্জাব, লুধিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় আলো বন্ধ করে 'ব্ল্যাকআউট' করা হয়েছে।
- পঞ্জাবে আগামী তিন দিন বন্ধ স্কুল, কলেজ।
- জম্মু ও কাশ্মীরে শুক্রবার স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে।
- রাজস্থানে পুলিশের ছুটি বাতিল ।

পাকিস্তানের হামলা শুধুমাত্র জম্মুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাঞ্জাব ও রাজস্থানের একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকাতেও ড্রোন ও মর্টার হামলা হয়েছে। অমৃতসর, চণ্ডীগড়, এমনকি গুজরাটের কচ্ছ এলাকাতেও আলো নিভিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চণ্ডীগড়ে বাজানো হয়েছে সাইরেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, জম্মু, পঠানকোট, উধমপুরে সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে পাক হামলা প্রতিহত করেছে ভারত।

এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পরিস্থিতির বিস্তারিত জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সিডিএস অনিল চৌহান পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। রাজস্থানের পোখরণে পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র এস-৪০০ 'সুদর্শন চক্র' দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ফালোড়ি বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে ভারতীয় সেনা একটি পাক ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে।

জম্মুর রাজৌরি, উরি সেক্টর ও শ্রীনগর হাইওয়েতে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। দক্ষিণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিন্দুর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক

বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মে ।। ঐক্যবদ্ধ থাকুন। দেশের সমস্ত বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিকে, বৃহস্পতিবার 'অপারেশন সিন্দুর'-এর বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে এই সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, বিজেপি সভাপতি জে.পি. নাড্ডা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কংগ্রেসের পক্ষে রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিএমকের টি আর বালু উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিরোধী নেতাদের মধ্যে ছিলেন সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব, আপ-এর সঞ্জয় সিং, শিবসেনা (উদ্ধব)-এর সঞ্জয় রাউত, এনসিপি (শরদ পাওয়ার)-এর সুপ্রিয়া সুলে, এআইএমআইএম-এর আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং বিজেডির সসমিত পাত্র। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যৌথভাবে 'অপারেশন সিন্দুর' সম্পর্কে বিরোধীদের বিস্তারিত জানিয়েছেন। বুধবার ভোরে চালানো এই অভিযানে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে থাকা একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব সন্ত্রাসের কেন্দ্র পাকিস্তান

পহেলগামে হামলাই ছিল প্রকৃত উস্কানি ঃ বিদেশ সচিব

নয়াদিল্লি, ৮ মে ।। "পাকিস্তান এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র বলেই পরিচিত এবং এই সুনাম তারা পেয়েছে একাধিক জঙ্গি হামলার মাধ্যমে"আজ সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রী।

তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, "পহেলগামে ২৬ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু ঘটানো হামলাই ছিল প্রকৃত প্রথম উসকানি। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কার্যকলাপও সেই উসকানিরই ধারাবাহিকতা। ভারত যথাযথভাবে তার জবাব দিচ্ছে এবং আরও দেবে।"

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পহেলগামে হামলার আলোচনার সময় পাকিস্তানের ভূমিকার সমালোচনা করে মিস্রী বলেন, "যখন দ্য রেসিস্টেন্স ফ্রন্ট" (টিআরএফ) ওই হামলার দায়দায়িত্ব দু'বার স্বীকার করে, তখনও পাকিস্তান টিআরএফ-এর নাম বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি তোলে। এটি প্রমাণ করে তারা জঙ্গিদের আড়াল করতে চায়।"

তিনি আরও বলেন, "যে দেশে ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ কবিপ্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। আজ ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হবে কবি প্রণাম। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সকালে রবীন্দ্র কাননে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগেও দিনটি পালন করা হবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রভাত ফেরী ছাড়াও রয়েছে নানা অনুষ্ঠান। এছাড়া শ্রীনগর কবি সুকান্ত বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করবেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

পাকিস্তানের হামলার চেষ্টার জবাবে ভারতের পাল্টা আঘাত

লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস

নয়াদিল্লি, ৮ মে ।। অপারেশন সিঁদুর-র পরবর্তী ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। জবাবে পাল্টা আঘাত করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাকিস্তানের একাধিক স্থানে অবস্থিত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম লক্ষ্য করে সফলভাবে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে লাহোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, "ভারতের প্রতিক্রিয়া একই মাত্রায় ও একই ক্ষেত্রে হয়েছে যেভাবে পাকিস্তান প্রথমে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে।"

৭-৮ মে রাতের মধ্যে পাকিস্তান ভারতীয় সামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে ড্রোন ও মিসাইল ব্যবহার করে হামলার চেষ্টা চালায়। এই হামলার লক্ষ্যস্থলগুলির মধ্যে ছিল আওয়ান্তিপুরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কপুরথলা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভটিণ্ডা, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোদি, উত্তরলাই এবং ভূজ। তবে ভারতীয় ইন্টিগ্রেটেড কাউন্টার ইউএএস গ্রিড এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে এই আক্রমণগুলিকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, হামলার ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার করা হচ্ছে, যা পাকিস্তানের হামলার প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। সরকার জানিয়েছে, ভারতের এস-৪০০ 'সুদর্শন চক্র' এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম ব্যবহার করে পাকিস্তান অভিমুখী লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়েছে।

এদিকে, পাকিস্তান গত কয়েক দিনে বারবার বিনা উসকানিতে ভারী মর্টার ও গোলাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়াড়া, বারামুলা, উরি, পুঞ্চ, মেন্ধার ও রাজৌরি সেক্টরে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের এই গোলাগুলিতে এখন পর্যন্ত ১৬ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও ৫ জন শিশু রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তাঁরা উত্তেজনা না বাড়ানোর পক্ষপাতী, তবে পাকিস্তান যদি আগ্রাসন চালাতে থাকে, তাহলে পাল্টা জবাব দিতে ভারতীয় সেনা বাধ্য হবে।

প্রসঙ্গত, বুধবার ভোরে ভারতের তরফে চালানো একাধিক নির্ভুল হামলায় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ১০০-রও বেশি সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই অভিযান পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধ নিতে শুরু করা হয়, যা এখনও চলমান থাকায় সঠিক মৃতের সংখ্যা জানানো সম্ভব হয়নি। এই হামলাগুলি জৈশ-ই-মোহাম্মদ, লস্কর-ই-তইবা, এবং হিজবুল মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটির ওপর চালানো হয়। এর মধ্যে চারটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাত্তরে ভারতের অবদান ভুলে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে বাংলাদেশ ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু যে ভারত বাংলাদেশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধেই আজ পাকিস্তানকে সমর্থন করছে বাংলাদেশ। তারা তাদের শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। আজ ভারত - পাকিস্তান ইস্যুতে এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অবদানের কথা মনে করিয়ে দিলেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে এসে ভারত - পাকিস্তান ইস্যুতে তিনি বলেন, এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেভাবে শত্রুদেশের বিরুদ্ধে হামলে পড়েছে ভারতীয় সেনা তিনি তার জন্য সেনাদের কুর্নিশ জানান। পাশাপাশি এই বিপদ মুহূর্তে শাসক ও বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বিষয়টিকেও তিনি সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তান বরাবরই জঙ্গিদের আস্তানা হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে ভারত যে ব্যবস্থা গ্রহন করছে তা যথাযথ। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দিকে সবসময় বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

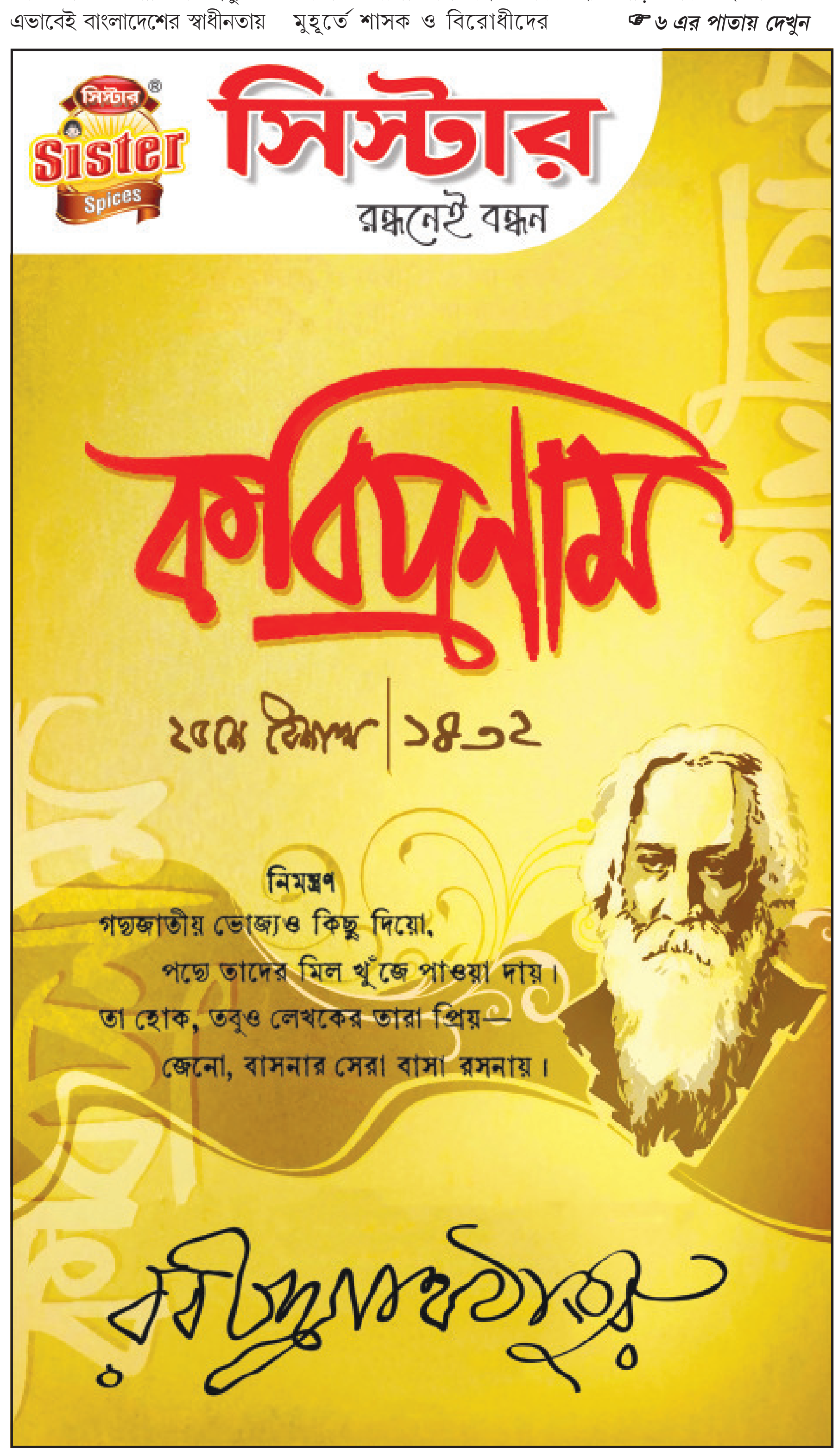

ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস থেকে ম্যাগজিন সহ ৮টি পিস্তল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার যুদ্ধের আবহ তৈরি হচ্ছে, সেই মুহূর্তেই ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস নামক দূরপাল্লার এক ট্রেন থেকে উদ্ধার ৮টি পিস্তল সহ ১৬টি খালি ম্যাগজিন। দুটি বেনামী ব্যাগ থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলিকে উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ।

আরপিএফের এসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট বি কে সিনহা জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসবের পরদিনেই মৃত্যু মা'র চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। একদিনের নবজাতককে রেখে চিরবিদায় নিলেন মা। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছেন ইন্দ্রনগরের গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা রায়। মৃত্যুর জন্য জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবাকে দায়ী করছেন তাঁর পরিজনরা।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার স্বামী প্রিয়াঙ্কাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বুধবার তাঁর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব হয় এবং একটি সুস্থ সন্তান প্রসব করেন তিনি। সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল বলে জানান মৃতার স্বামী। তাঁর কথায়, "গতকাল রাতেও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তখন ও ভালোই ছিল। কোনো শারীরিক সমস্যা বলে কিছু জানানো হয়নি।"তবে বৃহস্পতিবার ভোররাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন প্রিয়াঙ্কা। চিকিৎসকেরা অক্সিজেন সরবরাহ সহ নানা জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। শোকাহত স্বামীর দাবি, "এটা নিশ্চয়ই কোনও চিকিৎসাগত ভুল বা স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতির ফল। এর তদন্ত হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।"

কমলপুর-খোয়াই জাতীয় সড়কের সারাইয়ের উদ্যোগ

ভারী বৃষ্টিপাতে রাস্তার নীচে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে ঃ পূর্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। ভারী বৃষ্টিপাতে রাস্তার নীচে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কমলপুর-খোয়াই জাতীয় সড়কে ১২ কি অংশের বেহাল দশার জন্য এই কারণ বলে পূর্ত দফতর দাবি করেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই যুক্তি দিয়ে জাতীয় সড়ক সারাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, কমলপুর-খোয়াই জাতীয় সড়কের (এনএইচ-২০৮) ২৫ কি.মি. রাস্তার মধ্যে মূলত ১২ কি.মি. অংশে বেশকিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। পূর্ত দপ্তর এবং এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. ইতিমধ্যেই রাস্তা সারাইয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহারও সমস্যাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্য, কমলপুর-খোয়াই জাতীয় সড়ক এন.এইচ.-২০৮-এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল কলেজ খোলা থাকবে শিক্ষকদের মিলবে অর্জিত ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে।। ত্রিপুরায় গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সাধারণ ডিগ্রী কলেজ খোলা থাকবে এবং সেমিস্টার পরীক্ষা, ভর্তি প্রক্রিয়া ও ক্লাস চলবে।

দপ্তরের নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, প্রফেশনাল কলেজ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোর গ্রীষ্মকালীন ছুটি (৯ মে থেকে ৩ জুন, মোট ২৬ দিন) এ বছর বাতিল করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই সময়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ৯ মে, ২০২৫ ইং
২৫ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কবিগুরু লহে প্রণাম

বাংলা সাহিত্যের এক অমর নক্ষত্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র একজন কবি নন, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক। তাঁর জন্মজয়ন্তী, প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই দিনটি কেবল একজন কবির জন্মদিন নয়, বরং এক মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার দিন, যিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ সালের ৭ই মে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাসুন্দরী দেবীর চতুর্দশ সন্তান। শৈশবেই তাহার মধ্যে সাহিত্যচর্চার বীজ রোপিত হয়। ৮ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন এবং ১৬ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায় ।রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তিনি রচনা করিয়াছেন ২,০০০-রও বেশি গান, অসংখ্য কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যাহা ছিল প্রথম কোনো অ-ইউরোপীয়ের প্রাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাহার দর্শন ছিল মানবতাবাদী, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি "বিশ্বমানব"-এর চিন্তাকে উৎসাহিত করেন ।বাংলা গানের ভুবনে রবীন্দ্রসংগীত এক অনন্য ধারা। প্রেম, প্রকৃতি, পূজা, দেশপ্রেম ও জীবনের নানা অনুভূতি তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে। "আমার সোনার বাংলা" ও "জনগণমন-অধিনায়ক" — এই দুইটি গান যথাক্রমে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং ভারতের জাতীয় সংগীত — রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি।

প্রতি বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটিতে কবির কবিতা, গান, নাটক, চিত্রকলা ও তার জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও চর্চা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাট্যগোষ্ঠী — সকল স্তরেই হয় রবীন্দ্র উৎসব। তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা ফিরে পাই মানবতার মূল বার্তা ।করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু একজন কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক যুগপুরুষ, যাঁহার চিন্তা ও কীর্তি আজও প্রাসঙ্গিক। তাহার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের কর্তব্য হ ইলো তাঁর আদর্শকে ধারণ ও প্রচার করা, নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাঁহার অমর বাণী আমাদের পথপ্রদর্শক হোক।

অপারেশন সিন্দুরে ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চমানের সরঞ্জাম, সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো হয়েছে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মে : পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংসে পরিচালিত অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যে 'উচ্চমানের সরঞ্জাম' ব্যবহার করেছে, তা দেশবাসীর গর্বের বিষয়বৃহস্পতিবার জাতীয় কোয়ালিটি কনক্লেভে এমনটাই জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, "ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যে দক্ষতা, সাহস ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অপারেশন সিন্দুর পরিচালনা করেছে, তা প্রশংসার যোগ্য। এই অভিযানে কোনও নিরীহ মানুষের ক্ষতি হয়নি এবং ন্যূনতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছেএটাই এর সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

মন্ত্রী আরও জানান, এই অভিযানে একাধিক সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে এবং বহু জঙ্গি নিহত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সরকার কোনও সীমাবদ্ধতাকে বাধা হতে দেবে না। রাজনাথ সিং বলেন, "ভবিষ্যতেও যদি ভারতের বিরুদ্ধে কোনও হুমকি আসে, আমরা দায়িত্বশীল এবং উপযুক্ত জবাব দিতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংগঠিত ও প্রযুক্তিনির্ভর।" দেশের ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা শিল্প প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি ইতিমধ্যেই ২৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের লক্ষ্য, ২০২৯ সালের মধ্যে তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার কোটি টাকা করা। রাজনাথ সিং-এর এই বক্তব্য প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতা ও কৌশলগত জবাবদিহিতার প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

কৌটিল্যের দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী: উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ মে : "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শাসনব্যবস্থায় কৌটিল্যের দর্শনকে বাস্তব রূপে কার্যকর করেছেন।" দিল্লিতে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন-এর কৌটিল্য ফেলোদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এই মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

তিনি বলেন, "ভারত সর্বদা বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং বৈশ্বিক কল্যাণে বিশ্বাস করে। কৌটিল্যের চিন্তাধারা শুধু শাসনের জন্য একটি দার্শনিক নির্দেশিকা নয়, বরং এটি একটি বিশ্বকোষ, যেখানে রাজনীতি, নিরাপত্তা, শাসকের ভূমিকা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সবই অন্তর্ভুক্ত।"

উপরাষ্ট্রপতি ধনখড় জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে যে ধরনের সিদ্ধান্ত ও শাসন ব্যবস্থা আমরা দেখছি, তা কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতির বাস্তব প্রতিফলন। তিনি জাতীয় কল্যাণে প্রত্যেক নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপরও জোর দেন।

ধনখড় বলেন, "একটি জাতির পরিচয় নির্ধারিত হয় তার নাগরিকদের শৃঙ্খলা ও আচরণ দ্বারা। ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তার সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে, এবং গণতন্ত্র বিকশিত হয় সেই সীমাবদ্ধতার প্রতি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।"

উপরাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য কেবল কৌটিল্যের নীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়নি, বরং বর্তমান ভারতের শাসন কাঠামোয় তার প্রয়োগের ওপরও আলোকপাত করেছে।

কাশ্মীরিদের পাশে থাকার আহ্বান

কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে জনমনে কিছু ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও স্বীকার করেন তিনি, তবে বলেন, "অনেক কাশ্মীরি নিজেই এই হিংসার প্রতিবাদ করেছেন। আমাদের এটা মানতেই হবে।"

সেনার সাহসিকতার প্রশংসা

এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ একটি পোস্টে শরদ পাওয়ার লিখেছেন, "পহেলগাম হামলার পর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন। তাঁদের সাহস এবং দেশরক্ষার অঙ্গীকারে জাতি গর্বিত।"

শেষে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে রাজনৈতিক বিভেদ নয়, জাতীয় ঐক্য সবচেয়ে জরুরি। "আমরা সবাইকে একসাথে ভারতীয় বায়ুসেনার পাশে দাঁড়াতে হবে," বললেন শরদ পাওয়ার।

সংগীত শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ একাধারে গীতিকার, সুরাস্রষ্টা ও গায়ক। সংগীতের এই রিধারায় সমৃদ্ধ তাঁর গান। বিশ্বসংগীতে এক ত্রিবেণী সঙ্গম এবং মণিকাঞ্চন যোগে অনন্য।

একই সঙ্গে অবশ্য-বিবেচ্য তাঁর চতুর্থ পরিচয় যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। সেটি হল, সংগীত শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। আজীবন আজীবন গান রচনার পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাও নিরন্তরা পালন করেছেন, নিজের সৃষ্ট সংগীতের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াসে। তাঁর গান যেন নিখুঁতভাবে গাওয়া হয়, কোনও বিচ্যুতি যেন না থাকে সুরের রূপায়নে, তা নিশ্চিত করতে। শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। বিশিষ্টজনের স্মৃতিকথায় ধরা আছে প্রষ্টা-শিক্ষকের এই নিরলস আন্তরিকতার উত্তমুল ছবি। "জীবনস্মৃতি" ও "ছেলেবেলা"-এ রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, শিশুকাল থেকেই পরিবারে গানচর্চার মধ্যে বেড়ে উঠলেও, নিয়ম মেনে প্রথাগত শিক্ষালাভ তাঁর ঘটেনি, স্বভাবত অনীহার কারণে। সে সে জন্য জন্য গান গান শেখাই শেখাই হল হল না, লিখেছেন। তাই পরবর্তীকালে সংগীত শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রকাশ ও পূর্ন বিকাশ বিস্ময়কর মনে হতে পারে। বিশেষত, তিনি যখন স্বরলিপি করতে জানতেন না এবা নিজের করা সুরও ভুলে যেতেন বলে স্বীকার করেছেন একাধিকবার। কিন্তু, এর ফলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের গভীরে উদয় হার গানের যে অখণ্ড রূপ, কথায় ও সুরে, তা নিজকণ্ঠে ধারণ করে দ্রুত অন্যের কণ্ঠে তুলে। দেওয়ার অদম্য তাগিদে এই শিক্ষক-সত্তা জেগে ওঠে, পরিপূর্ণতা পায়। এখানেই গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মিলেমিশে একাকার হয়ে যান এক অভিন্ন সৃষ্টি-সত্তায়। এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে। উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ব্যক্তিত্বের বহুমুখী দুটা সুগভীর মনন, আন্তরিকতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সংগীত বোধের অনন্য এক সমন্বয়ে। এই বর্ণায় পরিচয়ই এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

রবীন্দ্রনাথের "সকল গানের কাণ্ডারী", শিক্ষার্থী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের এক অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিকথায় গানের সুর দিয়েই তিনি দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। কখনো কখনো তিনি নিজেই গানের খাতা হাতে করে, গানের সুর গুনগুন করতে করতে দিনুবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। তারপরই শেষবার ও শেখাবার পালা আরম্ভ হত। সে সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই থাকতেন আনন্দে ভরপুর। উভয়েরই পা গানের তালে তালে উঠছে পড়ছে, হাতে তুড়ি বাজছে, গানের সুব আবৃত্তির পর আবৃত্তি হচ্ছে, উভয়েরই মুখ উজ্জ্বল। চোখে আনন্দের দীপ্তি।... গান শেষ হয়ে যেত, কিছু ববীন্দ্রনাথ তখনো বসে থাকতেন-গানের কথা উঠত, সুরের কথা উঠত। বোঝা যায়, শিক্ষাদানের সার্থকতায় তখন তিনি তৃপ্ত। কিন্তু রাতে পুর পেয়ে বসলে ডাক পড়ত দিনেন্দ্রনাথের ছাত্রদের, জানিয়েছেন তেজেশচন্দ্র। এভাবেই তাঁকে রাতে অনেকক্ষণ ধরে শিখিয়েছিলেন আরো আঘাত সইবে আমার গানটি। পরদিন বমা মজুমদারকে (লুট) ডেকে আবার শিখিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। শিক্ষাদানে এই ধৈর্য বিস্মিত করেছিল মৈত্রেয়ী দেবীকে। মায়ার খেলা-র গানের বিহাসাল মান পড়ে অমিতা সেনের (খুকু। গন। কবি সঙ্গে গাইছেন- "অলি বার বার ফিরে আসে, নর বার ফিরে যায়।" আমিতা একবার গাইছে, কবি আবার তাকে সংশোধন করছেন। এত সহিষ্ণু শিক্ষক আমি আর দেখিনি। অথচ খুকুই খুব দ্রুত গান তুলতে পারতেন বলে লে কবি কবি স্বীকার করেছিলেন। করেছি তাঁকেও ছাড়েননি, নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত।

এই অমিতা সেনের (খুকু) প্রায়ই ডাক পড়ত শিখে নেওয়ার জন্য। যদি হায় জীবনপুরণ নাই হল মমা তাঁকে ডেকে, অনেকটা সময় নিয়ে, বারবার গাইয়ে ও নিজে গেয়ে শিখিয়েছিলেন। তখন তার কণ্ঠ ক্ষীণ, কাঁপা কাঁপা, ভেঙেও গিয়েছিল। তবু তিনি। অদম্য। এই অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠায় ১৯০৬ সাগে রচিত একলা চলোরে গানটি পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কন্ট্রে তুলে দেওয়ার জন্য অরগ্যান বাজিয়ে অনেকবার গেয়েছেন এবং অনেকদিন ধরে। হারমোনিয়াম রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। সংগীত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তো নয়ই। "ছেলেবেলা"। লিখেছেন- "কাঁধের উপর তাম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুবের গোলামি করিনি।" কিন্তু সদ্যরচিত দুটি গান- "প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি" এবং "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা" দ্রুত শেখানোর তাগিদে মাধ্যমের এই বাধা মানেননি। এক প্রাক্তন ছাত্রের বয়ানে পুজোর ছুটির সময় হঠাৎ একদিন সত্যকুটিরের একটি ঘরে রাখা জীর্ণ, বড় এক টেবল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে বারবার নিজে গেয়ে ও তাঁকেও বারবার গাইয়ে তবেই নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। এই অস্থির নিষ্ঠায় ধাত্রী সাবিত্রী কুয়াঙ্গ-এর কাছে শোনা দক্ষিণী সুরের গান ভেঙে রচনা করলেন "বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী" এবং তাঁকে তখনই ডেকে, শিখিয়ে পড়িয়ে সেই সুরে গাওয়ালেন বাংলা কথায়। স্নান খাওয়ার সময় পর্যন্ত দেননি। সুরের একটি নোটও যেন বিলম্বের জন্য না হারায়, তা নিশ্চিত করার এই আকুলতা অভিভূত করে।

নিজের গানের সুরের বিশুদ্ধতা শুদ্ধতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন, এ প্রসঙ্গে সেই বিষয়টি উঠে আসে। শৈলজাবান মজুমদার জানিয়েছেন, "আমার মন মানে না দিন রজনী" গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই নির্বাচন করে ক্লাসে তাঁকে শেখালেন। এ গান আগেই দিনেন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন, এ কথা কবীন্দ্রনাথ শুনেই ভীষণ চটে গিয়ে বললেন- সন "পঠাটা আমার, ঘাড়ে কাটব না ল্যাজে কাটন সেটা আমিই জানি। আমি যে সুর শিখিয়েছি, সে সুরে গাইবে, অন্য সুরে নয়। দু'জনের মধ্যে সুবের কিছুটা তফাৎ ছিল", জানিয়েছেন শৈলজার দিনেন্দ্রনাথের করা স্বরলিপিতে এই দূতের পার্থক্য গান শেখানোয় যে কি বিড়ম্বনা সৃষ্টি করত কবির পক্ষে, তার বিবরণ দিয়েছেন নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে। এই শ্রাবণবরিষণ পার হয়ে কী বাণী গানটা স্পষ্ট মনে আছে বেহাগে দূর বসিয়েছি, আর শুনি মেয়েরা গাইছে মল্লারে। আমি আপত্তি করাতে কাল- বাঃ, পরশুদিন দিনদার গানের ক্লাসে শিখেছি। দিল তুল সুর শিখিয়েছেন এ হতেই পারে না, আপনি ভুলে গেছেন। আমার কবির শেয়ালের চেয়ে দিনদার উপর অনেক বেশি ভরসা। অষ্টার ও শিক্ষকের এ কী বেদনা সে কি জান।

নির্মলকুমারী জানিয়েছেন, দিনেন্দ্রনাথ অনেক সময় অনুযোগ করতেন, ববীন্দ্রনাথ একই গান দু-তিনরকম সুরে শেখান। ভুল ধরলে লোকে বলে, গ্যাং কবির কাছে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের জবাব "নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর একটুও বিশ্বাস নেই বলে আমিও প্রতিবাদ করতে সাহস পাইনে। আর তা ছাড়া আমার নিজেরই তো দেওয়া সুর। কাজেই আরা একটা নতুন সুর দিলুমই বা। তাঁর মতো প্রষ্টা শিক্ষকের একথা মনে হওয়া খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু তখন তা স্বীকৃত হয়নি। স্বরলিপি অনুযায়ী শিক্ষাদানের বাধ্যবাধকতাব পড়ে, মনে উদয় হওয়া সেই নতুন সুরের প্রদাহ প্রকাশের পথ পেল না, হারিয়ে গেল গানের সমৃদ্ধ হবার সুযোগ। দুঃখ্যজনক। প্রসঙ্গত, পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে স্বরলিপি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিশিষ্ট শিল্পী সাহানা দেবীকে, যিনি, রবীন্দ্রনাথের কথায়, তার গানের মূল সুরটিকে ধরতে পেরেছিলেন। তাই তাঁকে অনেক গান শিখিয়েছিলেন। শিল্পীর অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সেই বহুমূল্য স্মৃতি- আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে গান শিখেছি। তিনি যেমন গান শিখিয়ে আনন্দ পেতেন, তেমনই আনন্দ পেতেন খান গেয়েও। শান্তিনিকেতন, কলকারা, কাশী- যখন যেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি গান শিখিয়েছেন।... তাঁর কাছে বসে গান শেখারবে কী আনন্দ তার কোনও তুলনা পাইনি এ-জীবনে। ১৯২৩-এ বসন্ত উৎসবের জন্য বিশেষ করে শেখালেন দুটি ভাঙা গান- হিন্দি গানের সুবে কথা বসিয়ে। এইসব হিন্দি গানের সুর তান, ছোট ছোট দানার কাজ আমার গলায় তখন অনায়াসে খেলার। সেই কারণে আরও একটি হিন্দি ভাঙা গান "বুঝি ওই সুদুরে ডাকিল মোরে শিখিয়ে দিলেন।" ১৯২৩ সালে বিসর্জন নাটকের জন্যও "মোট দশটা তিনি আমাকে শেখালেন জোড়াসাঁকোর নম্বর বাড়িতে।" (রবিবাসরীয়, ১৯/০৩/২৩)। সেইসব শিক্ষার এক সম্রান্ত নির্দশন "যদি তারে নাই চিনি গো" (১৯২৫)। তবে শিক্ষাদানের সময় কবি তবলা হোল পাযওয়াজ পছন্দ করতেন না, বলেছেন শিল্পী।

বিশিষ্ট গায়িকা অমিয়া ঠাকুর, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতবৌ (হেমেন্দ্রনাথের নাতির স্ত্রী)। সুরেলা কণ্ঠে নানা কারুকাজের দক্ষতা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এমন ধারার অনেক শক্ত গান শিখিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। "অধিকাংশ খেলানো সুরের গান ভালবাসতেন দেখেছি। একেকটি গান দু-তিন দিন ধরে শেখাতেন, জানিয়েছেন, আমিয়া। তাঁর কণ্ঠে সেইসব সম্পদের সামানাই রক্ষিত, দুটি রেকর্ডে " "হে নূতন দেখা দিক আরবার" এবং "সমুখে শান্তি পারাবার" (১৯৪১)। তাছাড়া, "বড় বিস্ময় লাগে" এবং "তবু মনে রেখো" পঞ্চকন্যা অ্যালবামে লাইভ রেকর্ডিং (১৯৭৯) এবং এ পরবাসে বরে কে (কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে, ১৯৬২)। কত বিচিত্র পরিস্থিতিতে যে গান রচনা করে শিখিয়েছেন। বিস্ময়কর। ১৯১৬ সালে জাপান যাবার পথে চিন সাগরে তাঁর জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে। অবিশ্রান্ত দুর্যোগের মধ্যে ডেক ছেড়ে কেবিনে এসে নতুন গান তৈরি করে গাইতে লাগলেন "তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি।" ইতিমধ্যে যাত্রাসঙ্গী পিয়ার্সন ও মুকুল দে-কেও শেখান। চরম বিপদে অবিশ্বাস্য এই ধৈর্য। ইউরোপে যাত্রাসঙ্গী নির্মলকুমারী মহলানবিশ দিখেছেন যে ইদানিং নতুন সুর দিয়েই হাতের কাছে যে থাকত তাকে গানটা শিখিয়ে দিতেন। ১৯২৬ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় পথে পথে অনেক গান রচনা করে ডাক দিয়ে শিখিয়েছিলেন। বালটিক সাগরে জাহাজের ডেক-এ তুলে নেওয়া ট্রেনের কামরায় এভাবেই শিখিয়েছিলেন "সে কোন পাগল যায় পথে তোর।" বুডাপেস্ট পৌঁছেই, "পথ এখনও শেষ হল না।" আবার বোলপুর থেকে ট্রেনে আসতে আসতে মনে এল নতুন গান-"আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি।" সঙ্গে সঙ্গে। কামরা থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডেকে এনে শিখিয়েছিলেন, দু'জনে একসঙ্গে গাইলেন। (হিরণকুমার সান্যাল।। পাছে সুর স্কুলে যান, তাই এত তাড়া।

বিবাহবাসর। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ উপলক্ষে তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেছিলেন- "দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি" এবং মহাগুরু, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার। তিনি নিজে পাঁচ জন গায়কের দলকে শিখিয়ে দেন, তার মধ্যে একজন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরে স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সম্পাদিত "সংগীতকল্পতরু" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে দশটি গান রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম দুই হৃদয়ের নদী। বলা বাহুলা, ঘটনাটির তাৎপর্য আলাদা। সুরকার রবীন্দ্রনাথকে সংগীত পরিচালকের ভূমিকাও পালন করতে হয়েছিল বহুবার। শান্তিনিকেতনে, কলকাতায় ও ভারতের বিভিন্ন শহরে নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানে গায়ক-গারীকাদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকার সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী, তাদের কণ্ঠের ক্ষমতা অনুসারে এবং বড় হল ঘরে শ্রোতাদের সুবিধার কথা ভেবে, সুরের তাল, লয় ও স্কেল পরিবর্তন করেছেন। কোন কোন গান এককভাবে, দ্বৈতকণ্ঠে বা কেরাযে গাওয়া হবে তা-ও নির্দিষ্ট করে দিতেন। আবার পরীক্ষামূলক গানের সফলতার জন্য সঠিক শিল্পী নির্বাচন-এটিও তার মৈত কৃতির। গয়কশান্তিদেব ঘোষেরা বয়ানে ১১৩১ সলে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে ক্ষণিকার কৃষ্ণকলি কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিনী মিশিয়ে বর্তমান লেখককে দিয়েই সেই পরীক্ষা চালাদেন। গানের বীবা ছন্দকে ভেছে আবৃত্তির ধরনটিকে বজায় রেখে আমাকে সর্বসমক্ষে গাইতে হল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনা ও বিশ্ববোধ

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির পথে মানবতার প্রত্যয় নিয়ে হেঁটেছেন। জীবনের প্রান্তলগ্নে পৃথিবীর পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে তিনি কখনও চরম বলে - মেনে নিতে পারেননি। কবি দেখেছিলেন ভগ্নপ্রায় গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার ওপর গড়ে উঠতে থাকা নগর সভ্যতাকে। তাঁর সৃষ্টির কাল থেকে গত শতাব্দীর তিরিশের দশক অবধি দেখেছিলেন দেশ, সমাজ ও বিশ্বের পালাবদল। তাঁর সমাজ ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিবদ্ধ ছিল সুদূর অতীতে। রবীন্দ্রনাথ এক-একটা সমাজকে দেখেছিলেন সভ্যতার এক-একটা অংশ রূপে, তার মধ্যে খুঁজেছেন সমাজ-ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতাকে। এই প্রবহমান সভ্যতার ২ ধারায় বড় কথা হল মানবধর্ম। মানবধর্মকে তিনি স্থাপন করেছেন বিশ্ব ঐক্যবোধ ও সমন্বয়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্ব মানবজাতির - গৌরবের উজ্জ্বল সৃষ্টি ধারাকে। বিশ্বভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন মানুষের মনভূমিতে। তাঁর কাব্য, কথাসাহিত্য, ইতিহাস আলোচনায়, সমাজ বিশ্লেষণে, সৌন্দর্য, রসবোধের ব্যাখ্যায়, এর লোকসাহিত্যের অনুসন্ধানে এই ভাবনা বার বার শা আভাসিত হয়েছে। এই ভাবনায় যে ঐক্যবোধের ৩ প্রকাশ ঘটেছিল, তার মূলে ছিল কবির ভারতীয় সমাজজীবনের অন্তঃস্রোতধারাকে আবিষ্কারের প্রয়াস।

স্বদেশি জাগরণ ও আমাদের জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথ দেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তার আগে তিনি দেখেছেন। নদীমাতৃক বাংলার মানুষের গ্রামজীবনকে। শিলাইদহ পতিসরের মানুষের জীবন, তাদের সরলতা, দুঃখ দারিদ্র্যকে রবীন্দ্রনাথ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। পদ্মাতীরের মানুষের ভালোবাসা কবিকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়-"এখানকার প্রজাদের ওপর বাস্তবিক মনের স্নেহ ২. উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এদের সরল ছেলেমানুষের *মতো আবদার শুনলে মনটা আর্দ হয়ে ওঠে, যখন তুমি বলতে তুই বলে, যখন আমাকে ধমকায় ভারী মিষ্টি লাগে।" এইসব মানুষের স্মৃতি ভালোবাসা কবির মনে নিভৃতে চিরটাকাল বেঁচে ছিল। একদিন এই গ্রাম সমাজের অর্থনীতিকে কবি ভেঙে যেতে দেখেছেন, পরিবার সম্পর্কের মধ্যে দেখেছেন ভাঙন। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞে পল্লী উন্নয়নের প্রয়াসের মধ্যে আমরা তাঁর আদর্শ গ্রামজীবনের স্বপ্নকে রূপায়িত হতে দেখি। কৃষিকে ভালোবেসে করি মুরুল না শ্রীনিকেতনে শুরু করেছিলেন কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

গ্রাম সমাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ এক সমবায় সমাজ। তাঁর মতে সাধারণ মানুষের কাছে সম্পত্তি আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা সে হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার ও তার নির্বিচার প্রয়োগ শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও হানাহানির কারণ। এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে নিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ - সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্বলুব্ধতার প্রতারণা বা নিষ্ঠুরতায় - গিয়ে পৌঁছবে না।'অর্থ সম্পত্তিকে নিয়ে জীবনবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমবায়ের আদর্শ। যেখানে সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ পল্লী মানুষের ভাবনায় আত্মশক্তি ও সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন প্রকৃতি পরিবেশকে বাঁচিয়ে পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি। মনে করতেন শুধু আর্থিকভাবে নয়, মানুষের মধ্যে যে সংস্কার বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছে, সমবায় মানসিকতা তাকে ভেঙে বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নৃতত্ত্বকে জনজাতির এক বৃহত্তর পরিধির মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জাতির মধ্যে, সেখানে এসে মিশেছে খেটেখাওয়া শ্রমিকের দল। তাঁর যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগদি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন, দেশের মানুষকে নিয়ে আমরা কত বড় কুসংস্কার মনে গেঁথে রেখেছি। তিনি বলছেন- "সমাজ জীবনের শরিক

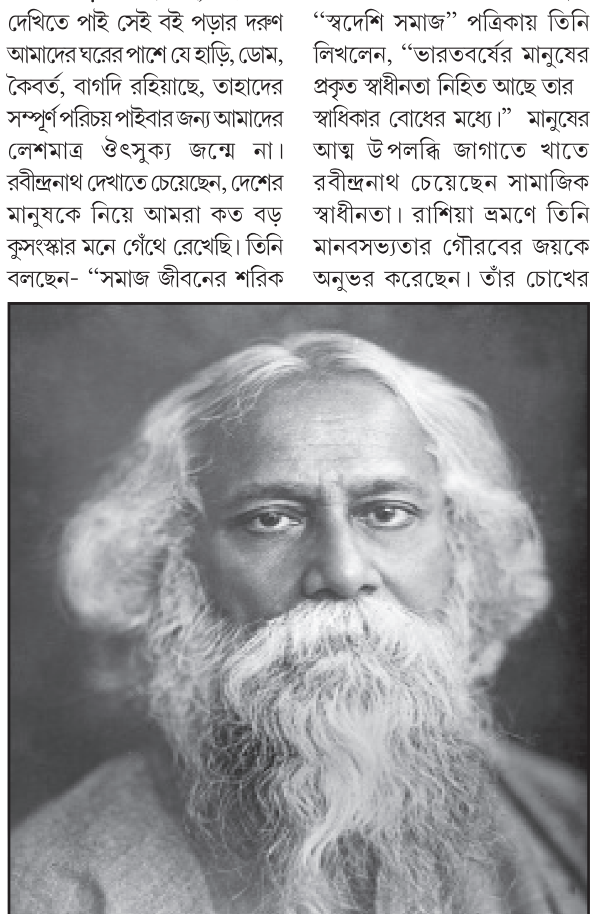

খেটেখাওয়া মানুষ। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমান্ত খোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন সন্দেহ নাই।" রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চাইতেও কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাগাভাগিকে অস্বীকার করে ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তোলা। রুশ বিপ্লবের শ্রমজীবী মানুষের বিজয়কে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এ শুধু মানুষের বিজয় নয়, মানবসভ্যতার এ এক নতুন দিগন্তের আভাস। মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে তিনি কোনও দিন থেমে থাকেননি। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে তিনি লিখেছিলেন "কণ্ঠরোধ"। নিবন্ধটিতে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা শুনিয়েছেন। "স্বদেশি সমাজ" পত্রিকায় তিনি লিখলেন, "ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত আছে তার স্বাধিকার বোধের মধ্যে।" মানুষের আত্ম উপলব্ধি জাগাতে খাতে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সামাজিক স্বাধীনতা। রাশিয়া ভ্রমণে তিনি মানবসভ্যতার গৌরবের জয়কে অনুভর করেছেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সভ্যতার এক নতুন ইতিহাস। তাঁর মতে "বহুদুর ব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে আছে।" তিনি লিখছেন- 'যাঁদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।' রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চাইতেও কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল ব্যক্তিগত স্বার্থের ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন সমার সমাজ গড়ে তোলা। রুশ বিপ্লবের শ্রমজীবী মানুষের বিজয়কে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এ শুধু মানুষের বিজয় নয়, মানবসভ্যতার এ এক নতুন দিগন্তের আভাস। মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে তিনি কোনও দিন থেমে থাকেননি। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে তিনি লিখেছিলেন "কণ্ঠরোধ"। নিবন্ধটিতে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা শুনিয়েছেন। "স্বদেশি সমাজ" পত্রিকায় তিনি লিখলেন, "ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত আছে তার স্বাধিকার বোধের মধ্যে।" কবির মতে, মানুষের আত্মক্ষমতার নামান্তর হল সামাজিক ক্ষমতা। সামাজিক ক্ষমতার ভিত্তি তিনি দেখেছিলেন গ্রামীণ সমষ্টিবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষ যৌগ জীবনধারার মধ্যে তার ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশকে অব্যাহত রাখবে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, মানুষের ব্যক্তিত্ব শুধু নিজের স্বার্থে এবং সংকীর্ণতার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে পারে না। ১৯১৭ সালে লেখা "দ্বিতীয় জন্ম" প্রবন্ধে কবি দেখিয়েছেন, মানুষ প্রকৃতি জগতে জন্মলাভ করে প্রকৃতি জগতের বাইরে নিজের একটি জগত তৈরি করে। মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে ততক্ষণ সে প্রকৃতির সুরে বাঁধা। এই বাঁধন কাটিয়ে মানুষ যখন সচেতন কর্মজীবন শুরু করে, তখনকার জগত তার নিজস্ব। সে জগত চেতনার সুরে বাঁধা নিয়ন্ত্রিত কর্মের জগত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তখন মানুষের দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়। পুরনো অভ্যাস ও প্রবৃত্তির সঙ্গে মানুষের দ্বিতীয় জীবন সত্তার দ্বন্দ্ব তখন অবধারিত। হয়ে ওঠে। এই বিরোধ মেটাতে মানুষের মধ্যে চলে সংগ্রাম। কবির কথায়, "নিজের মধ্যে এই সংগ্রামের আবশ্যকতা মানুষের ব্যক্তিত্বে একটি নতুন উপাদান তৈরি করে, তা হল চরিত্র।" তাঁর মতে, আকাগুফার জীবন পেরিয়ে মানুষ তখন চলে জীবনের উদ্দেশের পথে। চলার এই জীবন নৈতিক জগতের সঙ্গে মিশে যায়। ব্যক্তির বিকাশ, সমাজবন্ধন, তাঁর মানবিক সম্পর্ক, বিশ্বজনীনতার ধারণা ধীরে ধরে ধরে তাকে পরিণতি দান করে। মানুষের এই নৈতিকতা ও শুভবোধের উৎস হল সমাজ। মানুষের অহংবোধকে অতিক্রম করতে। পারে একমাত্র সামাজিক ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন- "সমাজ নিজেই একটি উদ্দেশ্য। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের স্বতস্ফূর্ত বে মানুষের স্বতঃস্ফূত আত্মপ্রকাশ হল সমাজ। সমাজ মানবিক সুসম্পর্কের সেই স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ, যার সাহায্যে ব্যক্তিরা পারস্পরিক সহযোগিতার পথে তাদের জীবনাদর্শের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।"

মানুষ ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে তিনি দুটি দিককে নির্দেশ করেছেন। একটি তার নিজস্বতার বৃত্তে টিকে থাকার দিক, অন্যটি পারস্পরিক সম্পর্কসহায়তার মধ্যে দিয়ে বিকাশের দিক। পারস্পরিক সহায়তার মধ্যে কাজ করে সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে মানুষের জীবন জীবিকা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন,"মানুষ প্রয়োজন ও আয়োজনের সমারোহে পরিকীর্ণ বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে চিত্ত চরিত্র বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে।" এইখানেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর মতে এই স্বরূপের বিস্তার শুধু মানুষের দেশ জাতির মধ্যে নয়, তার অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে নয়, মানুষের সমাজবোধ বিশ্বময় মানব সম্পর্কের বৃত্ত রচনা করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেয়ে সামাজিক ঐক্যকে বড় করে দেখেছেন। কবির কাছে মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষের মানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হতে পেরেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এই সমন্বয়কে। ভারতীয় সমাজের আদর্শ যেমন একদিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পথ উন্মুক্ত রেখেছে, তেমনই বিশ্বমানবের মিলনের। সম্ভাবনাও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, ব্যক্তিবিকাশ থেকে উত্তরিত হয়ে সামাজিক বিকাশ একদিন বিশ্ব মানবিকতায় পৌঁছবে। ব্যক্তিমানবতার সীমা অতিক্রম করে কীভাবে বিশ্বমানবতায় পৌঁছনো যায় সে ব্যাপারে তাঁর মনন গভীরভাবে কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন- "মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। সকল মানুষের মধ্যে তা বিদ্যমান।" তিনি পূর্ণ মানবস্বকাপের মধ্যেই মানবতাকে খুঁজেছেন। তাঁর এই খোঁজায় ব্যক্তি মানবততা উপনীত হয়েছে। বিশ্বমানবতায়।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক ই্-রিক্সা শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

‘অপারেশন সিন্দুর’-র সাফল্য পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করলেন এনএসএ ডোভাল

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ‘অপারেশন সিন্দুর’ সফলভাবে পরিচালিত হওয়ার পরদিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর বাসভবন ৭ লোক কল্যাণ মার্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে বিশদে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রীকে।

সকাল ৭টায় শুরু হয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা চলা এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এনএসএ ডোভাল ‘অপারেশন সিন্দুর’-এর পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেন। তিনি জানান, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের যেকোনও অপপ্রয়াসের জবাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও সজাগ। ডোভালের রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইসরায়েল সহ একাধিক দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে এবং সমর্থন জানিয়েছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যে বলা হয়েছে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। বিশেষ করে পুঞ্চ সেক্টরে পাক হামলায় ১৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু এবং ৫৯ জন আহত হয়েছেন।

এই হামলার ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ডোভালের পর, ভারতের গৃহসচিব গোবিন্দ মোহনও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক** করেন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি জানান, সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সম্পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে, পাকিস্তান সীমান্ত ঘেঁষা সব জেলাশাসকদের সেনা ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গতকাল এক বৈঠকে পাকিস্তান ও নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড, জরুরি পরিষেবার অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া এসডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, হোম গার্ডস, এনসিসি-কে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে।

তিনি বলেন, নাগরিক ও এনজিওদের যুক্ত করে গণসচেতনতা ও জন-অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এই বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং সিকিম সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, গোয়েন্দা ব্যুরোর ডিরেক্টর, বিএসএফ ও সিআইএসএফের ডিজি-রাও বৈঠকে অংশ নেন।

১০ মে পর্যন্ত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের ২৭টি বিমানবন্দর বন্ধ; বাতিল ৪৩০টি বিমান

নয়াদিল্লি, ৮ মে : উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের মোট ২৭টি বিমানবন্দর আগামী ১০ মে ভোর ৫:২৯ মিনিট পর্যন্ত বাণিজ্যিক ফ্লাইট চলাচলের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে দেশজুড়ে বিমানে যাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারেই ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিকে ৪৩০টি বিমান বাতিল করতে হয়েছে, যা দেশের মোট নির্ধারিত ফ্লাইটের প্রায় ৩ শতাংশ। পাকিস্তানেও বড় প্রভাব পড়েছে। সেখানে ১৪৭টির বেশি বিমান বাতিল হয়েছে, যা দৈনিক সূচির প্রায় ১৭ শতাংশ।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিম অংশকাশ্মীর থেকে গুজরাট পর্যন্তবেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে কার্যত ফাঁকা ছিল। কাশ্মীর থেকে গুজরাট পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম সীমান্ত এবং পাকিস্তানের আকাশসীমায় কোনো বেসামরিক উড়ান ছিল না। এই অঞ্চলের সংবেদনশীল পরিস্থিতির কারণে বিমান সংস্থাগুলি এই রুট এড়িয়ে চলেছে।

শ্রীনগর, জম্মু, লেহ, চণ্ডীগড়, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, বাথিন্ডা, হালওয়ারা, পাঠানকোট, ভুনতার, শিমলা, গাগগাল, ধর্মশালা, কিশনগড়, জয়সালমের, জোধপুর, বিকানের, মুন্দ্রা, জামনগর, রাজকোট, পোরবন্দর, কাণ্ডলা, কেশোদ, ভূজ, গোয়ালিয়র এবং হিন্দন বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে। এসব বিমানবন্দরের বেশিরভাগই সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বিমান উঠা-নামায় ব্যবহৃত হয়।

এরই মধ্যে বিভিন্ন বিমান সংস্থা পরিষেবা সংক্রান্ত বিবৃতি জারি করেছে। ইন্ডিগো জানিয়েছে, শ্রীনগর, জম্মু, অমৃতসর, লেহ, চণ্ডীগড় ও ধর্মশালা থেকে তাদের ফ্লাইট পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার আগে ফ্লাইটের বর্তমান অবস্থা যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এক্স-এ একটি পোস্টে সংস্থাটি জানায়, “শ্রীনগরগামী ও শ্রীনগর থেকে যাত্রার সমস্ত ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ২২ মে ২০২৫ পর্যন্ত বুকিং করা টিকিটের জন্য পরিবর্তন ও বাতিল ফি সম্পূর্ণ মুকুব করা হয়েছে।”

এয়ার ইন্ডিয়া বিবৃতিতে জানিয়েছে, জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, জোধপুর, অমৃতসর, ভূজ, জামনগর, চণ্ডীগড় ও রাজকোটগামী সমস্ত ফ্লাইট ৭ মে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়া, দুইটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট যা অমৃতসরগামী ছিল, তা দিল্লিতে অবতরণে বাধ্য হয়েছে।

স্পাইসজেট বিবৃতিতে বলেছে, ধর্মশালা, লেহ, জম্মু, শ্রীনগর ও অমৃতসরগামী ফ্লাইট পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। সংস্থাটি সতর্ক করেছে, শুধুমাত্র প্রধান ফ্লাইট নয়, এসবের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য ট্রানজিট ফ্লাইটও প্রভাবিত হবে। এদিকে, আকাশা এয়ার যদিও নির্দিষ্ট রুটের নাম প্রকাশ করেনি। তবে জানিয়েছে, তাদের উত্তরের বেশ কয়েকটি শহর যেমন শ্রীনগর ও চণ্ডীগড়গামী রুটে বড় প্রভাব পড়েছে। যাত্রীদের তাদের বুকিং নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং সংস্থার ওয়েবসাইট বা হেল্পলাইন থেকে আপডেট নিতে বলা হয়েছে।

‘অপারেশন সিন্দুর’-এর অংশ হিসেবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পরেই বুধবার থেকে বিমান চলাচলে এই বিশাল প্রভাব দেখা যায়। এই মুহূর্তে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লি এনসিআর-এর কিছু অংশে বিমানবন্দর পরিষেবা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন বিমান সংস্থা যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে ফ্লাইট স্ট্যাটাস পরীক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছে।

দুই দিনের সফরে নয়াদিল্লিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী ডঃ আব্বাস আরাঘচি, ভারত-ইরান সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যৌথ কমিশন বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৮ মে: ইরানের বিদেশমন্ত্রী ডঃ আব্বাস আরাঘচি দুই দিনের ভারত সফরে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ভারত-ইরান যৌথ কমিশনের ২০তম বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা। ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়স্বাল সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ডঃ আরাঘচিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বৈঠকের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ডঃ আরাঘচি এই যৌথ কমিশন বৈঠকে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে সহ-সভাপতিত্ব করবেন। উল্লেখযোগ্য যে, গত বছরের আগস্ট মাসে বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর। বিদেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই বৈঠকটি ভারত-ইরান মৈত্রী চুক্তির ৭৫তম বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈঠকে উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা কীভাবে আরও জোরদার করা যায়, তা নিয়ে পর্যালোচনা হবে।

পরবর্তী চার-পাঁচ দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা: আবহাওয়া দফতর

নয়াদিল্লি, ৮ মে: আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দেশের পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বোত্তর অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১১ মে পর্যন্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ এবং ছত্তীসগঢ় অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরাখণ্ডে আজ শিলাবৃষ্টি হতে পারে, এবং গুজরাটে হতে পারে ভারী বর্ষণ। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চলের কিছু অংশ, সিকিম, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তাপপ্রবাহ (লু) চলতে পারে। এছাড়া, আজ ওড়িশা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, কেরল এবং মাহে অঞ্চলে অতি আর্দ্র তাপমাত্রাজনিত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এই আবহাওয়ার মধ্যে, জাতীয় রাজধানী দিল্লির কিছু অংশে গতকাল সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ বৈঠক কেন্দ্রীয় সচিবদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ৮ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন। বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং প্রস্তুতি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিকাঠামোগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির উপর জোর দেন এবং বলেন, ‘সমস্ত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় অপরিহার্য, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্ষমতা বজায় থাকে।’

বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার রূপরেখা তুলে ধরেন। প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের নিজ নিজ কাজ এবং প্রস্তুতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন, সমস্ত সচিব যেন নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কার্যপ্রণালী পুনর্মূল্যায়ন করেন এবং জরুরি সিস্টেমগুলিকে দুর্বলতাহীন ও সুনিশ্চিত করেন। প্রস্তুতি, দুর্যোগে সাড়া এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে নাগরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জোরদারকরণ, ভুয়ো খবর ও গুজব প্রতিরোধে পদক্ষেপ, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যাবিনেট সচিব, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, তথ্য ও সম্প্রচার, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিবরা।

বৈঠকের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বর্তমান স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারি, প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্য ও স্বচ্ছ যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি জাতীয় নিরাপত্তা, কার্যক্ষমতা ও নাগরিকদের সুরক্ষা রক্ষায় সরকারের অবিচল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

১৩ মে পর্যন্ত তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

চেন্নাই, ৮ মে: আন্দামান সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমনের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে ১৩ মে পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। রাজধানী চেন্নাইতেও আগামী কয়েক দিনে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন টুপঞ্জ-এর আধিকারিকরা।

বিশেষভাবে যেসব জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পুডুক্কোট্টাই, সিভাগঙ্গা, তিরুচিরাপল্লি, থানজাভুর, আরিয়ালুর, পেরামবালুর, কাডালোর, কল্লাকুরিচি, নীলগিরি এবং পার্বত্য অঞ্চল কোয়েম্বাটোর, থেনি ও ডিন্ডিগুল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কারাইকাল অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ, ঝোড়ো হাওয়া (ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে) এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এরই মাঝে বুধবার রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ভেলোরে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া আর্দ্রতার মাত্রা বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হতে পারে। আন্তরিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ তামিলনাড়ুতে তাপমাত্রা থাকবে ৩৬ থেকে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস; উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৩৪ থেকে ৩৬ ডিগ্রি এবং পার্বত্য এলাকায় ২২ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকবে বলে পূর্বাভাস। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনগণকে প্রয়োজনে ঘরবন্দি থাকার এবং আবহাওয়ার আপডেট নিয়মিতভাবে অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সন্ধান চাই

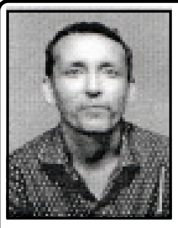

Ref :- Amtali PS GD Entry No.36, dated 16/04/2025

পাশের ছবিটি শ্রী অমল রায়, পিতা-মৃত বিজয় রায়, সাং-কাঠালতলী, থানা-আমতলী, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স ৫৭ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, স্বাস্থ্য মাধ্যম, চুল-কালো, চোখের রং-কালো। পরনে ছিল সাদা রঙের চেক শার্ট এবং কালো রঙের ফুল প্যান্ট। গত 15/04/2025 ইং বিকাল তিনটার সময় কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য ঝানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আমতলী থানা - ০৩৮১-২৩৭-০৩৮৫

ICA/D/166/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

Corrigendum

Kindly refer to the extension of date against Recruitment Notification No.04/2024-25 & 05/2024-25 published in the daily hewspaper on 7th May, 2025 vide no. SED/STORE/Advt/8(22)/2020/P-1/ 2502 dated 06-05-2025. Read the following as;

1. Time of extension w.e.f. 07-05-2025 to 16-05-2025
2. The candidates already applied against such notification for the following posts need not to apply further.

ICA/D/ 169/25

Member Secretary, SOFED

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:PNIT-08/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 06/05/2025.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid item rated offline tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No: 01/DNIT/EE/DWS/JRN/2025-26.(2nd call)	₹. 4,83,800.00	₹9,640.00	365 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for collecting offline Tender form and Bidding w-e-f 06/05/2025 at 18.00 hours. Last date and Time for collecting offline Tender form and Bidding - 14/05/2025 up to 15.00 hours. Date and Time for Opening of Bid- 14/05/2025 at 15.30 hours.

Place for Purchasing and submission of offline Tender Form-0/0 The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar.

ICA/C/ 480/25

For and on behalf of the Governor of Tripura”
(Er. S. DEBBARMA)
Executive Engineer DWS Division,
Jirania, Ranirbazar, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 02/EE/DWS/DMN/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following work-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	01/SE/DWS/C/KGT/2025-26	Rs 1,25,43,045.00	Rs. 2,50,861.00	180 days	Appropriate Class
2	02/SE/DWS/C/KGT/2025-26	Rs 1,25,43,045.00	Rs. 2,50,861.00	180 days	Appropriate Class
3	03/SE/DWS/C/KGT/2025-26	Rs 1,25,43,045.00	Rs. 2,50,861.00	180 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 19-05-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 19-05-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee 4,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in and https://www.eprocure.gov.in/epublish/app

ICA/C/477/25

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 14,15,16 & 17 /EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 08/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 16 /05/2025 at 3.00 P.M.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd call for Construction of CWSN Toilet Block at [illegible] Ch. RP SB School under [illegible] Block at [illegible] Para SB School under Satchand Block in South Tripura District under Samagra Shiksha Scheme during the year 2024-25 DNIeT No: [illegible]/SE/ENGG CELL/DSE/2024-25	[illegible]	[illegible]	4 Month	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	3rd call for Construction of 01 one Teachers Quarter attached to Padmabil HS School, Panisagar Block of North Tripura District for the year 2024-25 DNIeT No: [illegible]/SE/ENGG CELL/DSE/2024-25	[illegible]	[illegible]	6 Month	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	3rd call for Maintenance of Jatrapur High school under Kathalia Block, Thoida Kumar CP high school under Kathalia Block and Rangamura Upper High School under Melaghar MC Sepahijala District, Tripura under Special Package for post flood maintenance and Restoration work under Elementary level during 2024-25 DNIeT No: [illegible]/EE/ENGG CELL/DSE/2024-25	[illegible]	[illegible]	15 days	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	3rd call for Maintenance of Subal Ch. JB school, Melaghar MC, Chakhatadagatrampur SB School, Kathalia and DakshinNalchar SB, NalcharBlockSepahijala District, Special Package for post flood maintenance and Restoration work under Elementary level during 2024-25 DNIeT No: 164/EE/ENGG CELL/DSE/2024-25	Rs. 12,[illegible]	Rs. [illegible]	15 days	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

ICA/C/482/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

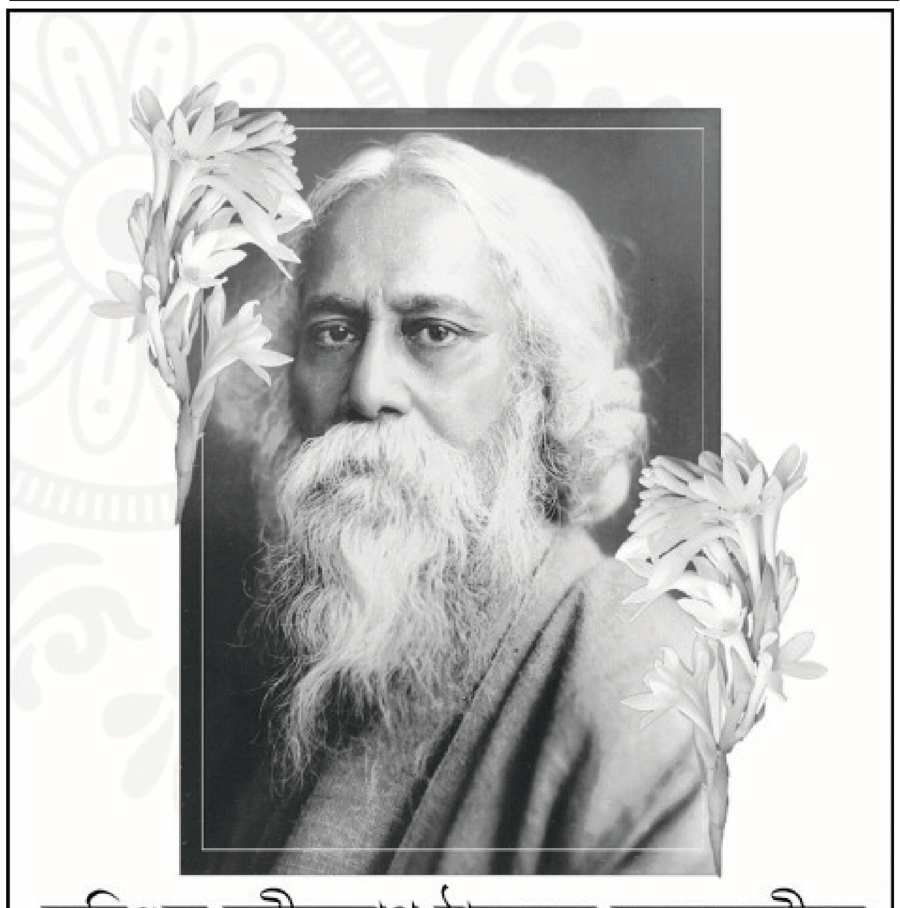

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে
শ্রদ্ধাঞ্জলি
২৫ শে বৈশাখ, ১৪৩২ (৯ মে, ২০২৫)
ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ICA/D-161/25-26

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে গাঁটে-গাঁটে ব্যথা হতে থাকে

আমেরিকান কলেজ অফ রিউম্যাটোলজির এক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন। দেহে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে গাঁটে-গাঁটে ব্যথা হতে থাকে। ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে মাটিতে পা ফেলা যায় না। হাতের আঙুল ঠিক করে মুঠো করা যায় না। হাতে-পায়ের অস্থিসন্ধিগুলি ফুলে থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে অনেক সময় পায়ের বুড়ো আঙুল বা পায়ের গোড়ালি ফুলে যায়। তার সঙ্গে মারাত্মক যন্ত্রণা হতে থাকে।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে আগে-ভাগেই মুসুর ডাল, টমেটো, ঢ্যাঁড়শ খাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু এগুলো খাওয়া ছেড়ে দিলেই যে ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে না, এমন কোনও নিয়ম নেই। বরং, কোন কোন খাবার খেলে ইউরিক অ্যাসিড কমবে, তা জেনে নিন।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার: ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের পরিমাণ বাড়ান। ওটস, ডালিয়া, চিয়া সিড, ফ্ল্যাক্স সিডের মতো দানাশস্য খেতে পারেন। এছাড়া সবজি খান। সবজিতে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় ফাইবার রয়েছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন: প্রোটিন খাবার বেশি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাণীজ প্রোটিন খেলেই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে পারে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই ডাল খেতে পারেন। এছাড়া দানাশস্য, শাকসবজি পাতে রাখুন।

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য: দেহে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে দুধ খাওয়া জরুরি। এতে শরীরে ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। এটি গাঁটের ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে। কিন্তু 'ফুল ফ্যাট' দুধ খেলে চলবে না। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে 'লো ফ্যাট' দুধ খান। এছাড়া টক দই, ছানা ইত্যাদি খেতে পারেন। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার: ভিটামিন সি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে বশে রাখতে সাহায্য করে। লেবুজাতীয় ফল, স্ট্রবেরি, পেয়ারা, আপেল, কলা ইত্যাদি খান। এছাড়াও ব্রকোলি, ফুলকপি, বেলপেপারের মতো সবজি খেতে পারেন। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড: ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ফ্ল্যাক্স সিড, আখরোটে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এছাড়া তেলযুক্ত মাছের মধ্যেও ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়া পাশাপাশি শরীরচর্চা করুন এবং ওজনকে বশে রাখুন। এতে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

রান্না ঘরে কী ভাবে চাল ডাল রাখলে ভাল থাকবে?

অনেক সময় রান্না ঘরে রেখে দেওয়া ডাল, চাল ও মশলায় পোকা ধরে যায়। সঠিক ভাবে এগুলি না রাখলেই হয় বিপদ, রান্না ঘরে রাখা চাল-ডাল খারাপ হয়ে যায়, ফলে কাড়ি কাড়ি টাকা নষ্ট হয় খালি। অবশ্য অনেক সময় হাওয়া বন্ধ কৌটো করে রাখলেও পোকা ধরে যায়। তবে কিছু উপায় মেনে রান্না ঘরে জিনিস রাখলে তা বহুদিন অবধি ভাল থাকে। জানেন, কী ভাবে রান্নাঘরে জিনিস রাখা উচিত?

ডাল বা চালের মতো জিনিস কখনও আর্দ জায়গায় রাখা উচিত নয়। এতে তাড়াতাড়ি পোকা ধরে যেতে পারে। সব সময় শুকনো জায়গায় রাখার চেষ্টা করুন। চাল-ডাল বহুদিন অবধি ভাল রাখতে হলে এমন কৌটো চাই যার ভিতরে হাওয়া ঢুকতে পারে না। এরই সঙ্গে ভরসা রাখতে পারেন পুরনো কিছু টোটকায়।

১। রসুন ও লবঙ্গ: মসুর ডাল অনেক দিন ভাল রাখতে হলে মসুর ডালের পাত্রে ৪ থেকে ৫টি খোসা ছাড়ানো রসুন আর লবঙ্গ রাখুন। লবঙ্গ শুকিয়ে গেলে তা বদলে দিন। এতে কোনও দিন কীট পতঙ্গ হবে না।

২। লবঙ্গ: মটরশুঁটির ভাল রাখতে লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। লবঙ্গ শুধু স্বাদ বাড়াতে সাহায্য করে না বরং পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। মসুর ডালের বয়ামে ৮-১০টি লবঙ্গ রেখে দিন।

৩। শুকনো লঙ্কা: মসুর ডালের পাত্রে শুকনো লঙ্কা রাখলে তা পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য খুব কার্য্যকর। ডালের পাত্রে ২-৩টি শুকনো লাল লঙ্কা রেখে দিন, তাহলেই হবে।

৪। তেজপাতা: চালের মধ্যে পোকামাকড় বেড়ে গেলে এই জিনিসটি মুশকিল আসান হতে পারে। চালের পাত্রে ফেলে রেখে দিন। চাল বায়ুরোধী একটি পাত্রে রাখুন।

ডিমের খোসা দিয়েই তৈরি করুন ফেসপ্যাক

ডিমের খোসা দিয়ে ফেসপ্যাকও ত্বকের থেকে বলিরেখা দূর করতে। ত্বককে সতেজ রাখতে। বিশেষ করে শুষ্ক ত্বকে জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

ডিম বাদ দিন, এবার খোসা দিয়েই তৈরি করুন ফেসপ্যাক

রূপচর্চায় ডিম দারুণ কাজ করে, এ তো মোটামুটি সবার জানাই আছে। কিন্তু ডিমের খোসা দিয়ে ফেসপ্যাকও ত্বকের থেকে বলিরেখা দূর করতে। ত্বককে সতেজ রাখতে। বিশেষ করে শুষ্ক ত্বকে জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

কীভাবে তৈরি করবেন এই ফেসপ্যাক?

ডিমের খোসা নিন। কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে গুঁড়ো করে নিন। এরপর এর মধ্যে ডিমের কুসুম মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এরপর কিছু পরিমাণ বেসন দিন। একটু মধু, অল্প হলুদ ব্যবহার করুন। এবার সব কটা মিশিয়ে নিয়ে একটি ফেসপ্যাক তৈরি করুন। একটু ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যবহার করুন এই ফেসপ্যাক।

কীভাবে লাগাবেন? প্রথমে ফেসওয়াস বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। তারপর এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। আধঘণ্টা মতো লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে নিন। মুখ মুছে নিয়ে অল্প ময়েশচারাইজার মেখে নিন। সপ্তাহে অন্তত ২ দিন এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। দেখবেন ত্বক টান টান হবে, জেল্লা ফিরে আসবে।

স্ক্রাবার হিসেবেও দারুণ কাজ করে ডিমের খোসা। ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। তারমধ্যে অল্প মধু মিশিয়ে রোজ এটি ব্যবহার করুন। ত্বকের বলিরেখা সরাতে দারুণ কাজ করবে এই ডিমের খোসা।

শুধু ত্বক নয়, চুলের জেল্লা ফেরাতেও দারুণ কাজ করে ডিমের খোসা। শ্যাম্পুর সঙ্গে অল্প ডিমের খোসা গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিন। এতে চুলের গোড়া শক্ত হবে।

ওজন ঝরাতে খালি পেটেই লেবু জল খান

লেবুর জল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। লেবুর জল ওজন কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ উপকারী। কিন্তু লেবুর জল ঠিকমতো পান না করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে খালি পেটে লেবুর জল খান,এই অভ্যাস খারাপ না ভাল? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কী মত? লেবুর জল শরীরের জন্য উপকারী এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কবে খালি পেটে খেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে পেট ও দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর কী-কী ক্ষতি করে খালি পেটে লেবু জল? আসুন জেনে নেওয়া যাক

লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও লেবুর গুণের শেষ নেই। গরম জলে লেবু খেলে বাড়তি মেদও ঝরে এই নিয়েও কোনও মতবিরোধ নেই। তবে খালি পেটে নয়। জানুন কী ক্ষতি করছেন নিজের

দাঁতের জন্য খারাপ- খালি পেটে লেমনেড পান করলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। লেবুতে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এটি দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে। এতে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়।

জলশূন্যতা- সকালে কিছু না খেয়ে লেবুর জল পান করলে জলশূন্যতা হতে পারে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রয়েছে। ফলে এতে ঘন-ঘন প্রস্রাব পায় এবং কিডনিতে চাপ পড়ে ও শরীরে জলশূনতা দেখা দেয়।

হাড়ের ক্ষয়- খালি পেটে লেবুর জল পান করলে হাড়েরও ক্ষতি করে। খালি পেটে এই পানীয় খেলে হাড়ের মধ্যে উপস্থিত ফ্লুইড শোকাতে শুরু করে, যার কারণে হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। প্রস্রাবের সমস্যা লেবুর জল মূত্রবর্ধক। খালি পেটে এটি বেশি পান করলে প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে। খালি পেটে লেবু জল পান করার কারণে ঘন-ঘন প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত মাত্রায় লেবু জল পান করলে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ওজন কমানোর জন্যই মানুষজন পান করে থাকেন এই পানীয়। তবে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ছাড়া লেবু জল পান না করাই ভাল। এছাড়া মাথায় রাখবেন আরও একটি বিষয়, লেবুর জল পান করার আগে বা পড়ে কোনোও ধরনের দুগ্ধজাত খাবার খাবেন না।

কলার খোসার বিভিন্ন গুণাগুন

কলা খেয়ে তার খোসা ফেলার আগে এই প্রতিবেদনটি অবশ্যই পড়ে ফেলুন। আজ থেকেই ট্রাই করুন কলার খোসার এসব ব্যবহার।

কলা খেতে কমবেশি সবাই ভালবাসে। কলা দিয়ে নানারকম সুস্বাদু রেসিপিও অনেকে তৈরি করে থাকেন। কিন্তু যদি জানতে পারেন, যে শুধু কলা নয়, কলার খোসাও কাজে আসে! হাঁ, কলা খেয়ে তার খোসা ফেলার আগে এই প্রতিবেদনটি অবশ্যই পড়ে ফেলুন। কলার খোসার নানা ব্যবহার জানলে হতবাক হবেন।

শুধু কলা নয়। কলার খোসা ত্বকের জন্য খুবই উপকারি। যাঁরা শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা কিন্তু রাতে শোয়ার আগে কলার খোসা মুখে ঘষে নিতে পারেন। সাতদিন এটা করে চলুন, দেখবেন, ত্বক ঝলমলে হয়ে উঠছে। যাঁরা ঠোঁট ফাটার সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা রাতে শোয়ার আগে ঠোঁটে ঘষে নিন কলার খোসা। দেখবেন, এতে ঠোঁট উজ্জ্বলও হবে। সমস্যাও মিটবে।

বারান্দায় রাখা গাছের পাতা অনেক সময়ই নোংরা হয়ে যায়। কিন্তু বেশি জল দিয়ে পাতাগুলি পরিষ্কার করলে,তা গাছের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই গাছের পাতা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করতে পারেন কলার খোসা। এভাবে পাতাগুলি পরিষ্কার যেমন হবে, তেমনই ধুলো-ময়লা গাছের পাতায় জমার সম্ভাবনাও কম।

দিন দিন দাঁত হলদে হয়ে পড়ছে? দাঁতকে ধবধবে রাখতে কলার খোসার কোনও বিকল্প নেই। দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মাজনের চেয়েও বেশি কাজে দেয় কলার খোসা। রাতে শোয়ার আগে কলার খোসা দিয়ে দাঁত মেজে নিন। দেখবেন দাঁত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।

এক গ্লাস ঢ্যাঁড়শ টনিক, খালি পেটে খেলেই সব রোগ উধাও

নামে ঢ্যাঁড়শ হলেও, কাজে কিন্তু তা মোটেই ঢ্যাঁড়শ নয়। বরং এই ঢ্যাঁড়শের গুণ শুনলে হতবাক হবেন। আর তা যদি মিশে যায় জলে, তাহলে তো একেবারে ম্যাজিক টনিক। রইল টনিক তৈরির সহজ রেসিপি।

খালি পেটে জল হ্যাঁ, মা-ঠাকুমার মুখ থেকে প্রায় সবারই শোনা। যে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে জল খেলেই, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। লিভার, কিডনি, হৃদপিণ্ড থাকে একেবারে ফিটফাট। কিন্তু নতুন যুগের নতুন নিয়ম, শুধু জল নয়। বরং জলে মিশিয়ে নিন ঢ্যাঁড়শ! হ্যাঁ, নামে ঢ্যাঁড়শ হলেও, কাজে কিন্তু তা মোটেই ঢ্যাঁড়শ নয়। বরং এই ঢ্যাঁড়শের গুণ শুনলে হতবাক হবেন। আর তা যদি মিশে যায় জলে, তাহলে তো একেবারে ম্যাজিক টনিক। তা কীভাবে বানাবেন এই ঢাঁড়শের ম্যাজিক টনিক? তার আগে জেনে নিন ঢ্যাঁড়শের রয়েছে কী কী উপকারিতা।

ঢাঁড়শে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন K এবং ক্যালসিয়াম। এমনকী, ঢ্যাঁড়শ হল ভিটামিন C , ভিটামিন A এর খাজানা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য ম্যাজিকের মতো কাজ করবে এই ম্যাজিক টনিক। শুধু তাই নয়, যাঁরা ব্লাডসুগারের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরাও নিয়মিত পান করতে পারেন ঢ্যাঁড়শের ম্যাজিক টনিক। এই টনিক হারে ব্যথা কমাতেই সাহায্য করে। বাতের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্য দারুণ ফল দেবে। শুধু তাই নয়, লিভার থাকবে ঠিক, কিডনিকে সুস্থ করবে ঝটপট। হাজার চেষ্টা করেও, শরীরের মেদ আটকাতে পারছেন না! কোনও চিন্তা নেই। ঢ্যাঁড়শ টনিকে রয়েছে সমাধান। খালি পেটে এটা নিয়মিত খেলে সাতদিনের মাথায় দেখবেন ওজন কমেছে। আর হ্যাঁ, ঢ্যাঁড়শ কিন্তু শুধু ওজনই কমায় না, ত্বক করে ঝকঝকে। ত্বকের শুষ্কতাও করবে দূর।

কীভাবে বানাবেন?

রাতের বেলায় একটি কাচের বোতলে জল ভরে তার মধ্যে ছোট ছোট করে কেটে ঢ্যাঁড়শ ফেলে দিন। সারারাত ভেজানো থাক সেই ঢ্যাঁড়শ। পরের দিন সকালে ছেঁকে নিয়ে এক গ্লাস এই জল খেলেই কেল্লাফতে।

ঘন ঘন গ্রিন টি-তে চুমুক দিলেই কি ওজন কমবে?

গ্রিন টি খাচ্ছেন সে ভাল কথা, কিন্তু নিয়ম মেনে খাচ্ছেন তো? গ্রিন টি-কে সাধারণ লিকার চা বা দুধ চায়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এই চা যেমন খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে, তেমনই পদ্ধতিও আছে। ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিলেই যে বেশি উপকার পাবেন, এই ধারণা ভুল। বরং পরিমিত ও নিয়ম মেনে খেলেই গ্রিন টি-তে ভরপুর উপকার পাওয়া যাবে।

কী কী নিয়ম মানতে হবে?

১) গ্রিন টি-তে ভুলেও চিনি বা গুড় দেবেন না। মিষ্টি দেওয়া গ্রিন টি খেলে কোনও লাভই হবে না।

২)পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তীর পরামর্শ, গ্রিন টি খাওয়ার নিয়ম হল ভরা পেটে খাওয়া। সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খেয়ে ফেললেই বিপদ। এর ট্যানিন বদহজম, গ্যাস-অম্বলের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৩) খাবার খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক পরে গ্রিন টি খেলে সুফল পাওয়া যাবে। খেয়ে উঠেই গ্রিন টি-তে চুমুক দিলে কিন্তু কোনও লাভই নেই। ৪) রাতের খাওয়ার পরে অনেকেই শোয়ার আগে গ্রিন টি খান। এই অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়। কারণ এই চায়ের ট্যানিন আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম হজম করতে পারে না। তাই রাতে খেলে খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলি হজম হবে না। ফলে বদহজমের সমস্যা দেখা দেবে। পেটের গোলমালও হতে পারে। ৫) গ্রিন টি খাওয়ার পর পরই কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। এতে ওষুধের উপাদানগুলি গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৬) একই টি-ব্যাগ একাধিক বার ব্যবহার না করাই ভাল। তাতে উপকার তো হবেই না, রেখে দেওয়া চায়ের ব্যাগে জীবাণুও জন্মাতে পারে।

দুধ, পনির না দই, পুষ্টিগুণে এগিয়ে কে?

দুধ খাওয়া বেশি ভাল, না কি পনির বা দই? এই নিয়ে নানা রকম মতামত আছে। কেউ দুধ হজম করতে পারেন, আবার কারও দুধে অম্বল হয়, কিন্তু পনিরে নয়। আর দই হল প্রোবায়োটিক। খাদ্যতালিকায় টক দই রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। সুতরাং পুষ্টিগুণে কোনটি বেশি এগিয়ে এবং কোনটি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী, সে নিয়ে চর্চা চলেই। জেনে নেওয়া যাক, কোনটির কী গুণাগুণ। দুধ হল সুষম খাদ্য। পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম আছে। এক কাপ দুধে ৮ শতাংশ ভিটামিন বি১২, ২ শতাংশ ভিটামিন এ, ১২ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ৪ শতাংশ পটাশিয়াম, ১ শতাংশ সোডিয়াম ও ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। দুধ হজম করতে পারলে ভাল, সে ক্ষেত্রে প্রতি দিন খেলে উপকারই হবে। তবে দুধ কোন সময়ে খাচ্ছেন এবং কতটুকু, তা জানা জরুরি। যেমন অনেকেই দুধ সকালে খেয়ে ফেলেন, তার পরেও গলা-বুক জ্বালা শুরু হয়। যাঁদের অম্বলের ধাত, তাঁদের সকালে দুধ না খাওয়াই ভাল। বরং খেতে হবে রাতে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁরা দুধ বুঝেশুনে খাবেন। পনিরে প্রোটিন খুব বেশি মাত্রায় থাকে। পনির হজমশক্তি বাড়ায়। হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তবে পনির খুব বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেললেই মুশকিল। সপ্তাহে এক বার খেলে ক্ষতি নেই। ঘরে পাতা টক দই শরীরের জন্য খুবই ভাল। পুষ্টিবিদের কথায়, ১০০ গ্রামের মতো দইতে ৮ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ১৫ শতাংশ সোডিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম, ২ শতাংশ পটাশিয়াম থাকে। দই কিন্তু রোজ না খেলেই ভাল। সপ্তাহে ৩ দিন দই খেলে তা উপকারে আসবে। মনে রাখতে হবে, রাতে টক দই একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়, খেতে হবে দু'টি মিলের মধ্যবর্তী সময়ে।

কারা কোনটি বুঝেশুনে খাবেন?

ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্ট হলে দুধ না খাওয়াই ভাল। হজমের সমস্যা, কিডনিতে স্টোন হলে অথবা ডায়াবিটিস থাকলে দুধ বুঝেশুনে খেতে হবে। অ্যালার্জি-জনিত রোগ, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে পনির বুঝেশুনে খেতে হবে। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁদের পনির না খাওয়াই ভাল। অথবা খেলে খুব কম পরিমাণে খেতে হবে। ত্বকের অ্যালার্জি- জনিত রোগ, অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা থাকলে দই না খাওয়া বা কম খাওয়াই ভাল। আর্থাইটিসের ভুগছেন যাঁরা, তাঁরাও দই খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সর্দি-কাশির সমস্যা থাকলেও দই বুঝেশুনে খেতে হবে।

দাঁত এবং মাড়ির ক্ষতি করে ৩ খাবার

সম্পর্কের মতো দাঁতেরও যত্ন নেওয়া জরুরি। না হলে সঙ্গীর মতো দাঁতও ছেড়ে চলে যেতে পারে। নিয়মিত দাঁত মাজছেন মানেই তা ভাল থাকবে, এমন নয়। অনেক সময় কিছু খাবার দাঁতের ক্ষয়ের কারণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি অজান্তেই দাঁতের ক্ষতি করে চলেছে। কম বয়সেই দাঁতের সমস্যায় নাজেহাল হতে না চাইলে কোন খাবারগুলি থেকে দূরে থাকা জরুরি?

চকোলেট- ক্যান্ডি, চকোলেট দাঁতের জন্য একেবারেই ভাল নয়, সে কথা জেনেও অনেকেই এগুলি থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এই ধরনের খাবারে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড থাকে, যা দাঁতের এনামেলের ক্ষয় করে। তা ছাড়া চিবিয়ে খাওয়ার ফলে দীর্ঘ ক্ষণ সেগুলি দাঁতের সংস্পর্শে থাকে, যা দাঁতের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

ড্রাই ফ্রুটস- অ্যাপ্রিকট, কিশমিশ, খেজুর শরীর ভাল রাখতে সাহায্য করে। তবে দাঁত ভাল রাখতে নয়। কারণ, এই খাবারগুলিতে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। চিনি দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যাওয়ার কারণ। এ ছাড়া দাঁতে ব্যথা, দাঁত পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়।

চা এবং কফি- ক্লান্তি দূর করতে ঘন ঘন চা, কফির কাপে চুমুক দিলে শরীর হয়তো চাঙ্গা হয়। বারোটা বাজে দাঁতের। এমনিতে খুব গরম পানীয় খেলে দাঁতের ক্ষতি হয়। আর সেই পানীয় যদি হয় কফি, তা হলে মুশকিল আরও। তাই চা, কফি খাওয়ার পর যদি কুলকুচি করে নেওয়া যায়, তা হলে আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বৃহস্পতিবার বনমালিপুর রামঠাকুর সেবা আশ্রমের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের।

১৫ বছর বা তার কম বয়সে যৌন নির্যাতনের শিকার বিশ্বজুড়ে প্রতি ৫ জন নারীর ১ জন এবং প্রতি ৭ জন পুরুষের ১ জন: ল্যানসেট-র রিপোর্টে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ৮ মে : বিশ্বের প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজন এবং প্রতি সাতজন পুরুষের মধ্যে একজন ১৫ বছর বা তার কম বয়সে যৌন সহিংসতার শিকার হন। এমনই উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেডিক্যাল জার্নাল দ্য ল্যানসেট-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায়।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন (আইএইচএমই) এই গবেষণা পরিচালনা করেছে। এতে দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে ২০ বছর বা তার বেশি বয়সী নারীদের ৬৭ শতাংশ এবং পুরুষদের ৭২ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা প্রথম যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন শৈশবেই, ১৮ বছরের আগেই।

প্রায় ৪২ শতাংশ নারী এবং ৪৮ শতাংশ পুরুষ জানান, ১৬ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার হন। আরও আশঙ্কাজনক তথ্য হল, ৮ শতাংশ নারী এবং ১৪ শতাংশ পুরুষ জানিয়েছেন, ১২ বছর বয়সের মধ্যেই তারা যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হন।

আইএইচএমই-এর অধ্যাপক ও গবেষণার বরিষ্ঠ লেখক ড. ইমানুয়েলা গাকিদু বলেন, “শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা একটি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জনস্বাস্থ্য সংকট।

বিশ্ব এই সমস্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হচ্ছে। এত অল্প বয়সে এত বেশি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক, এবং এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।” এই গবেষণাটি ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২০৪টি অঞ্চলের বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ গবেষণার অংশ।

গবেষণা আরও বলছে, শিশু যৌন নির্যাতনের শিকাররা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ, মাদকাসক্তি, যৌন সংক্রমণ এবং এমনকি হাঁপানির মতো জটিল রোগে ভুগতে পারেন।

এর প্রভাব পড়ে সামাজিক বিকাশ, শিক্ষাগত অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সাফল্যেও।

আইএইচএমই-এর সহকারী অধ্যাপক ড. লুইসা ফ্লোর বলেন, “এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও সহায়তা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিশুদের জীবনে এই অভিজ্ঞতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কমে।” গবেষণায় আরও জানা যায়, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে তথ্য সংগ্রহে ঘাটতি এবং পরিমাপে অসঙ্গতি রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শিশুদের ওপর যৌন সহিংসতার নির্ভরযোগ্য তথ্য রেকর্ড ও বিশ্লেষণের জন্য বৈশ্বিকভাবে একক মানদণ্ড স্থাপন করা প্রয়োজন।

এর মাধ্যমে নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ, রিপোর্টিং এবং সঠিক সহায়তা প্রদান আরও কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা যাবে এবং শিশুর সুরক্ষায় আরও শক্তিশালী নীতি গ্রহণ সম্ভব হবে।

অপারেশন সিঁদুর : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক সমর্থন, সুনক ও অন্যান্য নেতাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন

নয়াদিল্লি, ৮ মে: পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ”অপারেশন সিঁদুর ” এর আওতায় হামলা চালিয়েছে। ভারতের এই কঠোর পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমর্থন লাভ হয়েছে। বহু দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছে।

ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছেন, “সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ভারতের পদক্ষেপ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত।” তিনি আরও বলেন, “সন্ত্রাসের পক্ষে কোনো ক্ষমা নেই, এবং জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হানা ভারতের ন্যায্য প্রতিরক্ষা।”

এর আগে, ভারত-স্থিত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রেউভেন আজার বলেন, “ইজরায়েল ভারতের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে।” পাশাপাশি রাশিয়া স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছে, এবং ব্রিটেন, জাপান ও জার্মানি সন্ত্রাসবাদবিরোধী তাদের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে।

উত্তরাখণ্ডে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত শুরু

উত্তরাখণ্ড, ৮ মে: ইয়মুনোত্রি ধাম থেকে ফেরার পথে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের গঙ্গানি এলাকায় একটি বেসরকারি সংস্থার হেলিকপ্টার ২০০-২৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় পাইলটসহ ছয়জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। আহত যাত্রীকে এআইআইএমএস ঋষিকেশে এয়ারলিফট করে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাটি সকাল ৮:৫০ নাগাদ ঘটে। মনেরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোজ আসওয়াল জানান, হেলিকপ্টারটি ভিটি-ওএক্সএফ রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী ছিল এবং এতে সাতজন ছিলেন ছয়জন যাত্রী ও একজন পাইলট, যিনি ক্যাপ্টেন রবিন সিং নামে চিহ্নিত। দুর্ঘটনার পর রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। আসওয়াল বলেন, “হেলিকপ্টারটি ২০০ থেকে ২৫০ মিটার গভীর খাদে পাওয়া গেছে। কঠিন পার্বত্য অঞ্চলে ছঙ্গট্রচ, পুলিশ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী দল অভিযান চালাচ্ছে।” মৃতদের মধ্যে চারজন মুম্বই থেকে এবং দুইজন অন্ধ্র প্রদেশের বাসিন্দা বলে জানানো হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে আহতদের সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ছঙ্গট্রচ ও জেলা প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর কেদারনাথগামী হেলিকপ্টার পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়, তবে পরে তা পুনরায় চালু হয়েছে।

রোহিত শর্মার অবসরের পর কার হাতে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব ? বুমরাহ, গিল না অন্য কেউ ?

মুম্বাই, ৮ মে: হঠাৎ করেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন রোহিত শর্মা। তিনি শুধু এই ফর্ম্যাটে দলের নিয়মিত সদস্যই ছিলেন না, বরং ছিলেন অধিনায়কও। অনেকেই আশা করেছিলেন যে আইপিএল ২০২৫-এর পর ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। কিন্তু তার এই অবসরের সিদ্ধান্তে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠে এসেছেভারতীয় টেস্ট দলের পরবর্তী অধিনায়ক কে হবেন ?

রোহিতের বিদায়ের পর নতুন অধিনায়ক নির্বাচনের চাপ রয়েছে বিসিসিআই-এর উপর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে অধিনায়কের নাম ঘোষণা করতেই হবে। বর্তমান আলোচনায় শীর্ষে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ ও শুভমান গিল। এছাড়া দৌড়ে রয়েছেন কে. এল. রাহুল, যিনি পূর্বেও ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। বুমরাহকেও একটি টেস্টে অধিনায়কত্ব করতে দেখা গেছে। যদিও কিছু রিপোর্টে বিরাট কোহলির নামও উঠে এসেছে, কিন্তু তাকে আবার দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আইপিএল ২০২৫-এ কেকেআর বনাম সিএসকে ম্যাচ চলাকালীন কমেন্টি করার সময় হরভজন বলেন, 'রোহিত শর্মা একজন মহান ক্রিকেটার ও অধিনায়ক ছিলেন। তার পর যদি কাউকে দেখতে হয়, তাহলে আমার মতে জসপ্রীত বুমরাহ উপযুক্ত। তিনি ইতিমধ্যেই দলের সহ-অধিনায়ক। ভবিষ্যতের কথা ভেবে যদি ভাবা হয়, তাহলে বুমরাহ-ই হওয়া উচিত। শুভমান গিলকেও ভাবা যেতে পারে, তবে তার জন্য আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। অন্তত এক বছরের জন্য বুমরাহকে দায়িত্ব দিন, এই সময়ে গিলকে প্রস্তুত করুন।'

আকাশ চোপড়া বলেন, 'সিডনি টেস্টে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ, তারপর ২-৩ মাস দলের বাইরে ছিলেন। চোটের প্রবণতা এবং ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে। পাঁচটি টেস্টে কি তিনি খেলবেন? না কি ৩-৪ ম্যাচ খেলে আবার বিশ্রাম নিতে হবে? যদি না নিতে হয়, তাহলে তিনিই সেরা বিকল্প।'

সঞ্জয় বাঙ্গার বলেন, 'আমার মতে বুমরাহকেই অধিনায়ক করা উচিত। তিনি এই দৌড়ে আছেন। কে. এল. রাহুল সহ-অধিনায়ক হিসেবে একটি ভালো অপশন।'

রোহিতের অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। বুমরাহের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা এবং মাঠে তার উপস্থিতি তাকে এগিয়ে রাখছে, তবে গিল ও রাহুলের নামও আলোচনায় রয়েছে। বিসিসিআই কাকে বেছে নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

”অপারেশন সিঁদুর ”-এর পর তিন সীমান্ত রাজ্যে হাই অ্যালার্ট: পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাটে সতর্কতা জারি, স্কুল-এয়ারপোর্ট বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৮ মে: ভারতের ”অপারেশন সিঁদুর ” এর আওতায় পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ও লঞ্চপ্যাডে ভোররাতে এয়ারস্ট্রাইক চালানোর পর দেশজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এর জেরে পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাটের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলে।

এই হামলা এসেছে জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগামে ২৬ জন নিহত হওয়ার ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঠিক দুই সপ্তাহ পর। লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে জৈশ-ই-মোহাম্মদ এবং মুরিদকেতে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি।

৫৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকা পাঞ্জাব রাজ্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। রাজ্যের মন্ত্রী অমান অরোরা জানান, সমস্ত সীমান্ত জেলা হাই অ্যালার্টে রয়েছে এবং সব ধরনের জনসমাবেশ ও সরকারি অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রত্যাঘাতের প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন হলে পাঞ্জাববাসী কখনও পিছু হটেন না। প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।' মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান তার নির্ধারিত অ্যান্টি-ড্রাগ প্রোগ্রাম বাতিল করেন। পুলিশকে 'সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স' হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং সেনার সঙ্গে সমন্বয়ে চলছে সতর্কতা ব্যবস্থা।

রাজস্থানে ১০৩৭ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিশনগড় ও জোধপুরের বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে ১০ মে পর্যন্ত। সীমান্তরক্ষী বাহিনী (ক্ষছচ) টহল বাড়িয়েছে এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিট অ্যাক্টিভ করা হয়েছে।

বারমের, জয়সলমের, জোধপুর, বিকানের এবং শ্রীগঙ্গানগরের সমস্ত স্কুল, আঙ্গনওয়াড়ি এবং কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। ৮ মে-র পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে জরুরি ওষুধ, রক্ত ও জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুদ রাখতে। কিছু এলাকায় ব্ল্যাকআউটও করা হয়েছে (রাত ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত)।গুজরাটের কচ্ছ জেলাসহ সীমান্তবর্তী এলাকায় ভয়াবহ সতর্কতা জারি হয়েছে। ভুজ ও রাজকোট বিমানবন্দর থেকে সব বেসামরিক বিমান পরিষেবা তিন দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবং এখন শুধুমাত্র সামরিক বিমান ব্যবহার করছে এই এয়ারবেসগুলি।

জামনগর, হালার সৈকত এবং অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় মেরিন পুলিশ, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ , টাস্ক ফোর্স কমান্ডোদের মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা তল্লাশি চলছে প্রতিটি স্পর্শকাতর এলাকায়।

অন্যদিকে, আহমেদাবাদ রেল স্টেশনেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স , সরকারি রেল পুলিশ এবং কুইক রিঅ্যাকশন টিম যৌথ টহল দিচ্ছে। লাগেজ স্ক্রিনিং, অ্যান্টি-সাবোটাজ ড্রিল এবং ফ্ল্যাগ মার্চ চালানো হয়েছে।”অপারেশন সিঁদুর ” ভারতের একটি কৌশলগত সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে, তবে এর জেরে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চরম সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।

পাহেলগাম জঙ্গি হামলা ভারতকে সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদী কাঠামোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে: বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৮ মে: বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগামে সংঘটিত জঙ্গি হামলা ভারতের জন্য একটি কঠিন বার্তা বহন করেছে এবং এই হামলা ভারতকে সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ্যভিত্তিক এবং পরিমিত। দেশের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলা নয়।

ড. জয়শঙ্কর এ মন্তব্য করেন ভারতের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ভারত-ইরান ২০তম যৌথ কমিশন বৈঠকে, যেখানে তিনি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. সাঈদ আব্বাস আরাগচির সঙ্গে যৌথভাবে সভার সভাপতিত্ব করেন। এই সভা আয়োজিত হয় ভারত-ইরান মৈত্রী চুক্তির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে।

তিনি জানান, “যদি ভারতের উপর কোনো সামরিক আক্রমণ হয়, তাহলে এর জবাব কঠোর এবং স্পষ্টভাবে দেওয়া হবেএ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।” ড. জয়শঙ্কর আরও বলেন, ড. আরাগচি এমন একটি সময়ে ভারত সফরে এসেছেন, যখন দেশ ২২ এপ্রিল কেন্দ্র শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগামে সংঘটিত নৃশংস জঙ্গি হামলার উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে।উল্লেখ্য, আগস্ট ২০২৪-এ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এটিই ড. আরাগচির প্রথম ভারত সফর। দুই দেশের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার রূপরেখা তৈরি করছেন।

ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম যানবাহন নির্মাতা দেশ: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৮ মে: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি আজ ঘোষণা করেছেন যে ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম যানবাহন নির্মাতা দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি এই মন্তব্য করেন রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক 'বায়োএনার্জি, বায়ো-ব্রিজিং এবং বায়োমাস' সম্মেলন এবং বায়োএনার্জি ভ্যালু চেইন এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

মন্ত্রী জানান, দেশের অটোমোবাইল শিল্প ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের পরিমাণও বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি বর্তমানে আর্থিকভাবে খুব একটা লাভজনক নয়। তাই দেশের কৃষিকে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করে তোলার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। তা না হলে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব নয়।'

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো দেশের জৈব-জ্বালানি সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো। এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, শিল্পপতি, গবেষক এবং বায়োএনার্জি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা।

অপারেশন সিঁদুর: সরকারের পাশে বিরোধী দলগুলি, জাতীয় ঐক্যের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৮ মে ২০২৫: অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে সরকার আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধী দলগুলি একযোগে সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সহ শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

বিরোধী দল কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও সাংসদ রাহুল গান্ধী সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। খাড়গে বলেন, “অপারেশন সিঁদুরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সবাই সরকারের পাশে, আমরা সবাই আমাদের বাহিনীর পাশে।” তিনি জানান, এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকা জরুরি। এর আগে বুধবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে একই বার্তা দেওয়া হয়। দলটি সরকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থনের কথা ঘোষণা করে।

তবে এর বিপরীতে, ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলার পর পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। তখন কংগ্রেসসহ ২০টি বিরোধী দল এক যৌথ বিবৃতিতে সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বলিদানকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলে। সেই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে জইশ-ই-মহম্মদের সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে ভারতীয় বায়ুসেনার অভিযান চালানো হয়েছিল, যা ছিল পুলওয়ামা হামলার প্রতিক্রিয়াযেখানে ৪০ জনেরও বেশি জওয়ান শহিদ হন।

তৎকালীন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং বালাকোট হামলার 'প্রমাণ' দাবি করে বিজেপির তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। সেই বিতর্কের ফলে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

শ্রীলঙ্কা: স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ৪৮টি আসন নিয়ে সর্ববৃহৎ একক ব্লক হিসেবে উঠে এল এনপিপি

কলম্বো, ৮ই মে --- শ্রীলঙ্কায় সদ্যসমাপ্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) ১১৭টি আসনের মধ্যে ৪৮টি আসন জিতে নিয়ে সর্ববৃহৎ একক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬০টি আসনের চেয়ে এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

দলের নেতা সুনীল বাতাগালা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা সরকার গঠন করতে পারব, কারণ অন্যান্য দলের কাউন্সিলরদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা চলছে।'

অন্যদিকে, ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি) ১৩টি আসন রক্ষা করেছে এবং তারা সমাগি জন বালাওয়েগয়া (এসজেবি) দলকে সমর্থন দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এসজেবি-র সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান জানিয়েছেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই নির্বাচনের ফলাফল দেশটির রাজনৈতিক সমীকরণে বড় রদবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মত প্রকাশ করেছেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 01/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:- 06/05/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 01/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 1,43,44,274/-	Rs. 2,86,885/-	120 (One hundred twenty) days
2	D.N.I.E.T No. 02/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 28,81,900/-	Rs. 57,638/-	60 (Sixty) days
3	D.N.I.E.T No. 03/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 54,03,559/-	Rs. 1,08,071/-	90 (Ninety) days
4	D.N.I.E.T No. 04/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 35,15,729/-	Rs. 70,315/-	90 (Ninety) days
5	D.N.I.E.T No. 05/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 8,33,731/-	Rs. 16,675/-	45 (Forty five) days
6	D.N.I.E.T No. 06/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 7,41,325/-	Rs. 14,826/-	45 (Forty five) days
7	D.N.I.E.T No. 07/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 8,70,044/-	Rs. 17,401/-	45 (Forty five) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **19-05-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **19-05-2025 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI,
TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO 07 (2025-26)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TDC/MES / CPWD/Railway/TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl. No	Name of Work.	Estimated cost / Earnest Money	Time for completion	Last Date of selling / Last Date of receiving (up to 3.00 PM)
1	"Supply and installation of 09mtr long PCC pole along with 6sq.mm PVC sheated and insulated aluminium cable for fitting and fixing of 150watt LED flood for proper illumination of Netaji H/S School at Nazrul Colony in ward no- 29 under Agartala Municipal Corporation."	Rs. 1, 61,920.00 / Rs. 3,238.00	10(Ten) Days	17-05-2025 / 20-05-2025

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 20-05-2025.

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

Press Notice Inviting Auction No. 01/PNIA/DWS/AMC/2025-26, Dated 08/05/2025

The Executive Engineer, DWS Division, AMC, Agartala on behalf of the Hon'ble Mayor. Agartala Municipal Corporation invites sealed plain paper auction from the interested /intending buyer for **Auction for Disposal of 256 no's /old existing PVC Water Tanks (double layer) 500 ltr. Capacity at Swami Vivekananda Abashan Housing Complex (16 nos. blocks) at Kunjaban under Ward No-05, AMC** mentioned below by the buyer at his own cost and risk as is where basis without land in the following terms and conditions upto **2.00 p.m. on 16-05-2025 and will be opened on the same day at 4.30 p.m.**

Sl No	Name of Work	Security Money	Minimum Bidding Value	Time of Completion
1	Auction for Disposal of 256 no's old / existing PVC Water Tanks (double layer) 500 ltr. Capacity at Swami Vivekananda Abashan Housing Complex (16 nos. blocks) at Kunjaban under Ward No-05, AMC.	Rs.6696.00	Rs.66,964.00	10 (ten) days

Details of the auction notice & terms & conditions may be obtained from the O/O the Executive Engineer, DWS Division, AMC at 4 floor, City Centre, Paradise Chowmuhani & also be available in the notice board in the office.

Sd/- (Er. J. Chakraborti)
Executive Engineer
DWS Division
Agartala Municipal Corporation

উদয়পুরে শক্তির মহড়া বাম যুব ব্রিগেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ মে: শক্তির মহড়া বাম যুব ব্রিগেডের উদয়পুরে। ”ডিএম অফিস চলো” কর্মসূচি পালন করা হয় আজ উদয়পুরে বাম যুব সংগঠনের উদ্যোগে।

দুর্নীতি ও জঙ্গলের রাজত্বের অবসানের দাবিতে, নেশা ও নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বেহাল বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পরিষেবা দ্রুত উন্নত করার দাবিতে বৃহস্পতিবার উদয়পুরে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি যুব ফেডারেশন মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন।

ডেপুটেশন প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, নেশার ভয়াবহ কবলে পড়ে যুবসমাজ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ মে : আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি প্রভারী ড: রাজদীপ রায়, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। এদিন আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকের পূর্বে গত ২২ এপ্রিল পহেলগামে সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলায় নিজেদের জীবন বলিদানকারী নিরীহ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্য বিজেপি প্রভারী ড: রাজদীপ রায় গতকাল অর্থাৎ বুধবার রাজ্যে এসেছেন। আজ তাঁর উপস্থিতিতে বিজেপি সদর দপ্তরে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াকফ বিল সহ দু তিনটি কেন্দ্রীয় কার্য্যক্রম রাজ্যেও চলছে যেগুলিতে অংশগ্রহণ করতে রাজ্য প্রভারী গতকাল রাজ্যে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি সহ কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে সকল বিষয় আজকের এই বৈঠকে আলোচনা হয়। আজকের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

বদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু মহিলার

আগরতলা, ৮ মে: নিজ ঘরে কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আজ সকালে কমলপুর থানার অন্তর্গত বালিগাঁও গ্রামে ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কমলপুর থানার অন্তর্গত বালিগাঁও গ্রামে চাম্পা সূত্রধর ঘরের ফ্যানের বিদ্যুত পরিবাহী তার সংযোগ করতে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় নীচে পড়ে যায়। বাড়ির লোকজন বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। ওই ঘটনায় বালিগাঁও গ্রামে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এবিষয়ে মৃত চাম্পা সূত্রধরের স্ত্রী বলেন, নিজ ঘরে ফ্যানের বিদ্যুত তার সংযোগ করতে গিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা।

এপ্রিলে কমলো বৃষ্টি, আবহাওয়া দপ্তর

আগরতলা, ৮ মে : গত বছরের এপ্রিল মাসের তুলনায় এবছরের এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। ওই মাসে স্বাভাবিক ১৯৮.৮ মিমি বৃষ্টিপাতের তুলনায় এবছরের এপ্রিল মাসে ১৩০.৩ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। যা স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় ৩৩ শতাংশ কম। আজ আবহাওয়া দফতর থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এবছরের এপ্রিল মাসে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। ওই মাসে ২৪ ঘন্টায় অরুনদ্ধতিনগরে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোহন্ত মহারাজ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রক্তদান উৎসব রবিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: মোহন্ত মহারাজ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবিবার বনমালীপুর শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবামন্দিরে এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথের স্বরূপ চতুর্থ বিদেহী মোহন্ত মহারাজ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

মহারাজ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির বনমালীপুর প্রাঙ্গণে আগামী ১১ই মে রবিবার সকাল ১১টায় এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের সচিব স্বপন কুমার বণিক।

বিভিন্ন সমস্যায় ঢুকছে দক্ষিণ মানিক ভান্ডার ভিলেজ উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৮ মে: প্রচন্ড দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে কমলপুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন দক্ষিণ মানিক ভান্ডার ভিলেজ উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। কমলপুর দক্ষিন মানিক ভান্ডারে জাতীয় সড়কের পাশে মানিক ভান্ডার উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। ১৯৬০ সালে প্রাইমারী বিদ্যালয় হিসাবে সূচনা হয়। ২০০৯ সালে উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে উন্নত হয়। মানিক ভান্ডার উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় দীর্ঘ বছর যাবত বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একাধিকবার বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট বিদ্যালয়ের নানা সমস্যার কথা জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি।

পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। দীর্ঘ বছর যাবত বিদ্যালয়ের শৌচালয় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য পাশের বাড়িঘরগুলিতে যেতে হয়। বিদ্যালয়ের ক্লাস রুমগুলির টিনের ছাউনি পুরাতন হয়ে এতে মরিচা ধরে ছিদ্র হয়ে পড়ে। বৃষ্টি হলে বৃষ্টির জল পড়ে ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা ভিজে যায়। বিদ্যুত পাখা ভাঙ্গা অবস্থায় ঝুলে আছে, নেই বিদ্যুত পরিষেবা।

ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে গরম জ্বালায় ভুগছে। এই বিদ্যালয় সন্ধ্যার পর অসামাজিক নেশাগ্রস্থ ছেলেদের হাতে চলে যায়। শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে এসে মদের বোতল সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য দেখতে পান। এই সব কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীপক আচার্য্য। অবিলম্বে এই বিদ্যালয়কে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন বিদ্যালয়টির উন্নয়নে হাত বাড়ান তার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক মহল।

ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বিশ্ব রেডক্রস দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মে: বিশ্ব রেডক্রস দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আজ বিশ্ব রেড ক্রস দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার রেডক্রস সোসাইটির পক্ষে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই শিবিরের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির চেয়ারম্যান জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, সোসাইটির সদস্য সিদ্ধার্থ দত্ত সহ আরো অনেকেই। সোসাইটির পক্ষে প্রত্যেক অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। এদিন ৪০ জনের মত রক্তদাতা রক্ত দেবেন বলে জানিয়েছেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

উত্তর জেলায় বিশ্ব রেড ক্রস দিবস ২০২৫ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মে: আজ সারা বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তর জেলার ধর্মনগরেও পালিত হলো বিশ্ব রেড ক্রস দিবস ২০২৫। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল“মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখা”। এই উপলক্ষে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, উত্তর জেলা শাখার উদ্যোগে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে যুবসমাজের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই রক্তদান শিবিরে সংগ্রহ করা রক্ত বিভিন্ন চিকিৎসা প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর অরুণাভ চক্রবর্তী, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দাস, রেড ক্রস সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী জহর চক্রবর্তীসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁরা বলেন, “রেড ক্রসের মূল চেতনা মানবসেবা। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে দেয়।” বিশ্ব রেড ক্রস দিবস উপলক্ষে এদিন আরও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

কাঞ্চনপুর সফরে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, দলীয় সভায় সাংগঠনিক আলোচনা ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

কাঞ্চনপুর, ৮ মে : বৃহস্পতিবার কাঞ্চনপুর মহকুমায় একদিবসীয় সফরে এলেন কংগ্রেসের প্রবীণ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। সফরকালে কাঞ্চনপুর কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত একটি দলীয় সভায় অংশ নেন তিনি। সেখানে উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সুদীপবাবু। সভায় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা চয়ন ভট্টাচার্য্য।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর কাঞ্চনপুর সফরে এসে মহকুমার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক। তিনি দাবি করেন, কাঞ্চনপুর সহ গোটা রাজ্যে উন্নয়নের চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক।

একইসঙ্গে, চলমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতকে সাধুবাদ জানান সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি জানান, আগামী ৯ মে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিরঙ্গা পতাকা হাতে একটি মিছিল সংগঠিত করা হবে। এই মিছিলের মাধ্যমে দেশের সেনাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হবে বলেও তিনি জানান।

বিলোনিয়ায় গভীররাতে ২৪টি দোকান চুরি, পরিদর্শনে বাম প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া ৮ মে: বিলোনীয়া বিধানসভার উত্তর ভারতচন্দ্রনগর বাজারে গত ৬ই মে গভীররাতে ২৪টি দোকানে চুরি হয়। আজ বিধায়ক সহ সিপিআইএম নেতৃত্বের এক প্রতিনিধি দল উত্তর ভারত চন্দ্র নগর বাজার পরিদর্শন করেন বৃহস্পতিবার সকালে। সেখানে গিয়ে কথা বলেন দোকান চুরি হয়ে যাওয়া সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে।

পরিদর্শন শেষে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রতিনিধি দলটি। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুধন দাস, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ও সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক বলেন কাজ ও খাদ্যের অভাব এবং নেশা মূলত এই দুইটি কারনে চুরি সংঘটিত হচ্ছে। রেগার কাজ নেই, অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা উঠে আসছে।রাজ্য সরকার অস্বীকার করছে।

বাম আমলে রেগা কাজের মেন্ডেজ নব্বই থেকে পঁচানব্বই ছিল। বর্তমানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মেন্ডেজ কাজ হচ্ছে। ২০০ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি কোথায়, কর্মসংস্থান কোথায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। রেগা ও কর্মসংস্থানের দাবি তুলেন বাম নেতৃত্বরা সাংবাদিক সম্মেলনে। এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী নেতা নির্মল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য অধ্যাপক গৌতম কুমার বসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য অধ্যাপক গৌতম কুমার বসুর মৃত্যু সংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর শোকার্ত পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা এবং প্রয়াত অধ্যাপক বসুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন এবং ভূটান সহ দক্ষিণ এশিয়ার সমকালীন রাজনীতি নিয়ে একাধিক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

জীতেন্দ্র চৌধুরী শোকবার্তায় বলেছেন, মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তাঁর অভাব আগামী প্রজন্মের শিক্ষা জগতে এক শূন্যতার মধ্যে অনুভূত হবে। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি আবারও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মনিপুর আয়োজিত পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মনিপুর আয়োজিত পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে আগরতলার লেম্বুছড়া ফিশারি কলেজের। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন ফিশারী কলেজের ডিন ডঃ এ বি প্যাটেল।

তিনি বলেন, এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ত্রিপুরায় পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যা রাজ্যের জন্য বড় প্রাপ্তি। ৯-১০ -১১ তিনদিনের এই সমারোহ অনুষ্ঠানে দেশের ২৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ১৩২৫জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা ১৪ টা বিষয়ের গবেষণা ভিত্তিক আলোচনা করবেন। নয় ও দশ মে অনুষ্ঠিত হবে উদ্ভাবনী বিষয়ের উপর প্রদর্শনী ও সেমিনার।

১১ই মে সকাল দশটায় পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ন,। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় মনিপুরের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক পিকে যোশি আগরতলা লেম্বুছড়া ফিশালী কলেজের ভাইস চ্যান্সেলর ড অনুপম মিশ্র সহ অন্যান্য অতিথিরা। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান কিরে রয়েছে বিজনেস মিট ও মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ভিত্তিক আলোচনা প্রদর্শনী ইত্যাদি। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৮১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রীকে ইউ জি ৪৪৬ জন পিজি এবং ৫৬জন পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচির বিষয়ে জানান বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য্য।

২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাংলা সংস্কৃতি বলয়। বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য্য আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আগামীকাল সকালে কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু হবে। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে উমাকান্ত ময়দানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তির পাশে গিয়ে শেষ হবে। শতাধিক সংস্থা তাদের সংস্থার ব্যানারে ট্যাবলো সহ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই শোভাযাত্রা ঐতিহাসিক রূপ লাভ করবে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

পহেলগামে হামলাই

● প্রথম পাতার পর

হয়, সেখানে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি গড়ে ওঠা আশ্চর্য নয়। পাকিস্তান এখনও লস্কর-ই-তইবা ও জইশ-ই-মহম্মদের মতো রাষ্ট্রসংঘ-স্বীকৃত জঙ্গিগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল।” বিদেশসচিব জানান, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীরা সম্প্রতি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁরা এসব জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে

বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সেনাবাহিনী। কেন্দ্র জানিয়েছে, মুরিদকেতে লস্কর-এ-তৈবার সদর দপ্তর, বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি এবং আরও কয়েকটি জঙ্গি ঘাঁটি এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল। অভিযানকে ‘পরিমিত, দায়িত্বশীল এবং উত্তেজনা এড়িয়ে চলার কৌশলে পরিচালিত’ বলে বর্ণনা করেছে সরকার। জানানো হয়েছে, ২৬/১১ হামলার সাথে যুক্ত ডেভিড হেডলি ও আজমল কাসব যে ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল,

ধ্বংস

● প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এবং পাঁচটি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যেসব ঘাঁটিতে হামলা হয়েছে সেগুলি হলবাহাওয়ালপুর, মুরিদকে, সারজাল এবং মাহমুনা জোয়া। অন্যদিকে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হামলার লক্ষ্যস্থলগুলি হলভিম্বারের বারনালার মারকাজ আহলে হাদীস, কোটলির মারকাজ আব্বাস ও মাসকার রাহিল শাহিদ, শাওয়াই নাল্লা ক্যাম্প এবং মুজাফফরাবাদের মারকাজ সাইয়েদনা বিলাল। সাম্প্রতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। তবে ভারতের অবস্থান পরিষ্কারঅগ্রাসন না হলে, উত্তেজনা না বাড়ানোর পক্ষে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

একাত্তরে ভারতের অবদান ভুলে পাকিস্তানকে সমর্থন

● প্রথম পাতার পর

সার্বিকভাবে সাহায্য করেছে ভারত। কিন্তু ১৯৭১সালে পাকিস্তান তাদের নির্বিচারে অত্যাচার করেছে। আজ সেই পাকিস্তানকেই সমর্থন করছে বাংলাদেশ। এর তীব্র নিন্দা করেন তিনি। এই বিপদ মুহূর্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করেন প্রদ্যো কিশোর দেববর্মন।

পাকিস্তানের কাপুরুষিত

● প্রথম পাতার পর

কাশ্মীরের খুদরু অর্ডিন্যান্স ডিপোতেও বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তানের ছোড়া সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ভারত ধ্বংস করেছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের তিনটি ফাইটার জেট ভারতীয় সেনা ধ্বংস করেছে। তার মধ্যে পাকিস্তানের এক বায়ু সেনা কর্মীকে জীবিত উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে।

সীমান্তে উত্তেজনার মাত্রা বাড়তেই কূটনৈতিক স্তরে তৎপর হয়েছে আমেরিকা। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে আলাদা আলাদা ফোনে কথা বলেন। দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার বার্তা দিয়েছে ওয়াশিংটন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জম্মুর পহেলগাঁও-এ জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। তার পাল্টা জবাবে ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। পাকিস্তান এই অভিযানের তীব্র নিন্দা করে একে “উসকানি ছাড়া কাপুরুষোচিত হামলা” বলে আখ্যা দেয়।

জম্মু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে মোবাইল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। পাঠানকোট ও জম্মুর এয়ারবেসে সতর্কতা হিসেবে বাজানো হচ্ছে সাইরেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংঘাত আর সীমিত পর্যায়ে নেই, এটি এক পূর্ণাঙ্গ সামরিক সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে এবং প্রতিটি হামলার উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে বলে সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তিন সেনা প্রধান সন্ধ্যার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠকে বসেছেন।

ভারী বৃষ্টিপাতে রাস্তার নীচে

● প্রথম পাতার পর

এই অংশের কাজ ২০২৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমদিকে সড়কের অবস্থা ভালো থাকলেও গত বছর রাজ্যব্যাপী ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে রাস্তার ১২ কিমি অংশে বেশকিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য রাস্তার নীচে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর একটি টিমকে এই সমস্যা নিরসনে তলব করা হয়েছে। টিম আসার পর রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির বর্তমান অবস্থা পরখ করবে এবং এন.এইচ.-২০৮ কমলপুর-খোয়াই সড়কের উপর এই সমস্যা নিরসনেও উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে একটি দল সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন করে আসেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই রাস্তার সমস্যা সমাধান করা হবে। রাস্তা মেরামত চলাকালীন জাতীয় সড়কের এই অংশে একটি লেন খোলা থাকবে।

এদিন তিনি আরও জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৬টি জাতীয় সড়কে কাজ চলছে যার মোট দৈর্ঘ্য ৭৯৩ কি.মি.। এর মধ্যে ৪৪৩ কি.মি.-র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও তিনি আগরতলা শহরের ওয়েস্টার্ন বাইপাস ইত্যাদি সড়ক প্রকল্পের উপরও আলোকপাত করেন।

এদিন এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল. আগরতলার কার্য্যনির্বাহী অধিকর্তা অজয় বিষ্ণুনই জানান, এন.এইচ.-২০৮ কমলপুর-খোয়াই জাতীয় সড়কের সমস্যাদীর্ণ এই অংশের মেরামতের কাজ শুরু করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের চিফ এক্সিকিউটিভ পি. জমাতিয়া।

ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস

● প্রথম পাতার পর

দূরপাল্লার ট্রেনে বদরপুর থেকে আগরতলা পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। সেই অনুযায়ী ফিরোজপুর থেকে যখন ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলার দিকে আসছিল তখন আরপিএফ এর দুই জওয়ান বদরপুর থেকে ট্রেনটি চেকিং করার জন্য উঠে যথারীতি তল্লাশি শুরু করে।

তল্লাশি চলাকালীন ট্রেনটি আগরতলা আসলে দুটি বেনামী ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশ সহ আরপিএফ আধিকারিকদের।

ব্যাগ দুটিকে জব্দ করে দেখা যায় একটি ব্যাগে ৪টি পিস্তল ও ৮টি খালি ম্যাগজিন ছিল, অপর ব্যাগেও একইরকমভাবে ৪টি পিস্তল ও ৮টি খালি ম্যাগজিন ছিল। তবে এই পিস্তলগুলির সঙ্গে কাউকে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। রেল পুলিশ একটি নির্দিষ্ট মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

একদিকে যখন পেহেলগাঁওয়ে হামলার জেরে গোটা দেশ উত্তাল, তখন মাঝরাতে ”অপারেশন সিঁদুর” - এর মাধ্যমে শত্রুদেশকে কড়া জবাব দিল ভারতীয় সেনা। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একাধিক জঙ্গিদের ডেরা। তবে সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাতেও কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তানি সীমান্ত এলাকাগুলির দিকে নজর থাকলেও উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলোও যথেষ্ট স্পর্শকাতর। ফলে যুদ্ধ আবহে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধারের ঘটনায় সীমান্ত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। ভারত পাকিস্তানের এই হামলায় পড়শী দেশ বাংলাদেশের অবস্থান নিয়েও দেখা দিচ্ছে একাধিক প্রশ্ন। তার মধ্যে এতো গুলো আগ্নেয়াস্ত্র কি কারণে রাজ্যে প্রবেশ করানো হল, এর সঙ্গে করা জড়িত, তাও চিন্তার বিষয়। যদি এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলির সঙ্গে কোনো ধরনের জঙ্গি যোগ থাকে তবে এটি যথেষ্ট চিন্তার বিষয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জিআরপি পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে এই পিস্তলগুলির সঙ্গে জড়িতদের আটক করতে কতটুকু সমর্থ হয়, সেটাই এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল

● প্রথম পাতার পর

কলেজ খোলা থাকবে এবং যথারীতি সেমিস্টার পরীক্ষা, ভর্তি প্রক্রিয়া ও ক্লাস চলবে। তার জন্য শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি মিলবে।

াঙ্গন

সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে অপরাজিত ব্লাডমাউথ ক্লাব সেমিফাইনালে খেলবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত ব্লাড মাউথ। দশ মে-তে সেমিফাইনালে খেলবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। ইতোমধ্যে সুপার সিক্স এর লড়াই আজ, বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। সুপার সিক্সে নিজেদের দুটি ম্যাচেও ব্লাডমাউথ ক্লাব জয়ের ধারা অক্ষুণ রেখে যথেষ্ট মনোবলের সঙ্গে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সেমিফাইনাল আগেই নিশ্চিত করেছিল। তবে আজ, বৃহস্পতিবার তরুণ সংঘকে ৪৫ রানে হারানোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অপরদিকে সুপার সিক্স থেকেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে তরুণ সংঘ পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার শেষ হয়ে যায়। তরুণ সংঘের ঝুমকি দেবনাথ সর্বোচ্চ ৫৫ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় তা কাজে আসেনি। ব্লাড মাউথ ক্লাবের অম্বিকা দেবনাথ ৪১ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া সুপ্রিয়া দাস পেয়েছে চুয়াল্লিশ রান। বোলিংয়ে ব্লাডমাউথের প্রিয়া ত্রিপুরা ১৯ রানে দুইটি এবং পূজা পাল একটি উইকেট পেয়েছে। তরুণ সংঘের প্রিয়াঙ্কা সাহা পেয়েছে একটি উইকেট।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে এগিয়ে চল সংঘ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। হারিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে। এবং এই জয়ের সুবাদে এগিয়ে চলো সংঘ সুপার সিক্স থেকে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। আগামী ১০ মে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় অনুষ্ঠিত সুপার সিক্সের অন্তিম খেলায় প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ১৯.৪ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ৫৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ৯.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে মৌচৈতি দেবনাথের ২৪ রান, তানিশা দাসের ১৯ রান এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়ার ১৭ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে এগিয়ে চলো সংঘের পারমিতা চক্রবর্তী দুই রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডকে অল্পেতে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া মামন রবিদাস ১২ রানে এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর অন্তরানি নোয়াতিয়া দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা টুর্নামেন্টে দেবরাজ সহ শীর্ষে ছয় জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায় দাপট দেখাচ্ছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর দাবাড়ুরা। আসরের প্রথম দিনে দুই রাউন্ডের খেলা হয়। দুই রাউন্ড শেষে পুরো ২ পয়েন্টে শীর্ষে রয়েছে ৬ জন দাবাড়ু। এর মধ্যে ম্যাট্রিক চেস একাডেমির দাবাড়ুর সংখ্যা চার। বৃহস্পতিবার ব্যানার্জি পাড়া স্থিত রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে উদ্বোধন হয় দুদিনব্যাপী ওই আসরের। তাতে বালক বিভাগের ১৬ জন এবং বালিকা বিভাগে ৮ জন দাবাড়ু অংশ নেয়। প্রথমদিনে হয় দুই রাউন্ডের খেলা। দুই রাউন্ড শেষে বালক বিভাগে শীর্ষে রয়েছে মেট্রিক চেস একাডেমির দেবরাজ ভট্টাচার্য, শ্রীবানস প্রতাপ পাল, বিশাল সাহা এবং নির্বাণ বণিক। এক পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিহান চক্রবর্তী, অদ্রিজ মজুমদার, অয়নজিৎ নাগ, শ্রেয়ণ মেহতা, শ্রীয়াংশ দেব, ঋষব ব্রত দে এবং সোহম বণিক। বালক বিভাগে শেষ তিন রাউন্ডের খেলা শুরু হবে শুক্রবার সকাল দশটা থেকে। বালিকা বিভাগে ২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে দুইজন দাবাড়ু। মেট্রিক্স চেস একাডেমীর সমৃদ্ধি রায়ের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছেন তৃষিকা কামারাপু। ১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তিস্তা ভৌমিক, ভার্গবী ধর, প্রযুক্তা ঘোষ এবং সুহানসি কুরী। শুক্রবার সকালে শেষ রাউন্ডের খেলা হবে। আসর পরিচালনা করছেন নির্মল দাস। এ দিন খেলা শুরুতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ এবং যুগ্ম সচিব কিরীটি দত্ত।

১৫ বছরের কেরিয়ারে অবশেষে ট্রফির স্বাদ হ্যারি কেনের, বায়ার্নের হয়ে জিতলেন বুন্দেশলিগা

অবশেষে 'শাপমুক্তি' হ্যারি কেনের। প্রতি বার তীরে গিয়ে তরী ডুবত। কাপ ও ঠোঁটের দূরত্বটা থেকেই যাচ্ছিল। বার বার হতাশা নিয়ে ফিরতে হত তাঁকে। ১৫ বছরের কেরিয়ারে অবশেষে হাসলেন তিনি। ট্রফি উঠল কেনের হাতে। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে জার্মানির বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। এই প্রথম ট্রফিজয়ের স্বাদ পেলেন ইংল্যান্ডের ফুটবল দলের অধিনায়ক।রবিবার লিগজিগের বিরুদ্ধে ৩-৩ ড্র হয় বায়ার্নের খেলা। দেখে মনে হচ্ছিল বায়ার্ন জিতবে। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে গোল খেয়ে যায় তারা। তাতে অবশ্য দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকায়নি। কারণ, অন্য ম্যাচে ফেইবুর্গের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বায়ের লেভারকুসেন। এই ম্যাচের পর বুন্দেশলিগার পয়েন্ট তালিকায় সকলের উপরে বায়ার্ন। ৩২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৭৬। গত বারের বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৬৮। তাদের থেকে ৮ পয়েন্ট এগিয়ে বায়ার্ন। বাকি আর দুই ম্যাচ। অর্থাৎ, কোনও ভাবেই বায়ার্নের কাছে পৌঁছতে পারবে না লেভারকুসেন। সেই কারণে দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কেনরা।২০১০ সাল থেকে সিনিয়র ফুটবল শুরু করেন কেন। ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনি খেলেছেন টটেনহ্যাম হটস্পারে। সেখানে ৩১৭ ম্যাচে ২১৩ গোল করলেও কোনও দিন চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি তিনি। তাঁর অধিনায়কত্বে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ও ইউরো কাপে ভাল খেলেছে। ইংল্যান্ডের হয়ে ১০৫ ম্যাচে ৭১ গোল করেছেন কেন। কিন্তু ট্রফির স্বাদ পাননি। অবশেষে তা পেলেন। মূলত ট্রফির জন্য টটেনহ্যাম ছেড়ে ২০২৩ সালে জার্মানির ক্লাবে যোগ দেন কেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত যে সঠিক, তা প্রমাণিত হল। বায়ার্নকে ট্রফি দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে কেনের। লিগে সবচেয়ে বেশি ২৪টি গোল করেছেন তিনি।

বন্ধ হতে চলেছে সুপার কাপ!

২০১৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল সুপার কাপ। অথচ সাত বছর গড়াতে না গড়াতেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই টুর্নামেন্ট। জানা গিয়েছে, সুপার কাপের জায়গায় ফেরানো হতে পারে ফেডারেশন কাপ। ১৯৭৭ সালে শুরু হওয়া বার্ষিক এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৭ সালে বন্ধ করে এআইএফএফ শুরু করেছিল সুপার কাপ। ফেড কাপ ফিরলে ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে ব্যাপক বদল হওয়ার সম্ভাবনা।

সেভাবে জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়নি এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে। সেই কারণেই সুপার কাপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে এবছর দর্শক টানতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে সুপার কাপ। এমনকী টুর্নামেন্টের এমনই দুরবস্থা যে, সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দল পায় মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা। ফলস্বরূপ এই টুর্নামেন্ট অনেকটাই আকর্ষণ হারিয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এবছর সুপার কাপের জনপ্রিয়তায় ভাটার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে আরও দু'টো কারণ। প্রথমত, আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার কাপে তাদের প্রথম দল নামায়নি। মাত্র একজন বিদেশিকে সবুজ-মেরুন বাহিনী মাঠে নামিয়েছিল। দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। তবে, সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার কাছে হার স্বীকার করে মোহনবাগান। অন্যদিকে, চার্চিল ব্রাদার্স সুপার কাপ থেকে দল তুলে নিয়েছিল। আসলে সুপার কাপ যখন শুরু হয়, সেই সময় অনেক ফুটবলারই জাতীয় শিবিরে চলে গিয়েছিলেন। তাই নিজেদের দলের জাতীয় ফুটবলারের সার্ভিস অনেক দলই পায়নি। প্রতিবাদস্বরূপ দল তুলে নেয় চার্চিল। এহেন পরিস্থিতিতে ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনা হতে পারে বলে খবর। আর তা যদি হয়, ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে বড়সড় বদল ঘটতে চলেছে। সেক্ষেত্রে মরশুম শুরু হবে ফেড কাপ দিয়ে। আর ডুরান্ড কাপকে পাঠিয়ে দেওয়া মরশুম শেষে।

সিঁদুরের পরই 'ভারতবিরোধী' আফ্রিদিকে চরম কটাক্ষ নেটিজেনদের

পহেলগাঁও জঙ্গিহানার ঘটনার পর ন্যূনতম সহানুভূতি প্রকাশ করেননি পাক ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি। বরং বারবার মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। এবার পহেলগাঁওর বদলা এল 'অপারেশন সিঁদুর'-এ। আর তারপরই আফ্রিদিকে উদ্দেশ্য করে নেটিজেনদের আক্রমণের ঝড় শুরু। যার মূল বক্তব্য, 'দেখ কেমন লাগে'।

পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছেন আফ্রিদি। এর আগে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি।

প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বলেন, "ভারতে বাজি ফাটলেও দোষ চাপানো হয় পাকিস্তানের ঘাড়ে। কাশ্মীরে প্রায় ৮ লক্ষ সেনা আছে। তা সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এর অর্থ, তারা এতটাই নিষ্কর্মা আর অপদার্থ যে, সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি।" এমনকী ধাওয়ান এর প্রতিবাদ করায় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে ব্যঙ্গ পর্যন্ত করেছিলেন।

অবশ্য জবাব পেতে খুব একটা দেরি হল না।

পহেলগাঁও কাণ্ডের ঠিক পনেরো দিন পরই উপযুক্ত জবাব দিল ভারতীয় সেনা। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গিঘাঁটি। ভারতীয় সেনার বীরত্বের বন্দনা দেশের ক্রিকেটারদের কণ্ঠে। '৮ লক্ষ সেনা'র ক্ষমতা নিশ্চয়ই দেখেছেন আফ্রিদিও।

নেটিজেনরা লিখেছেন, 'শাহিদ আফ্রিদিকে কেউ দেখতে পেলে ডাক দিও। সকালের চা-টাও বোধহয় ভালো করে খেতে পেল না।' আবার কেউ লিখছেন, 'এবার বোধহয় আফ্রিদি সীমান্তে যুদ্ধে আসবে।' অনেকের বক্তব্য, 'দেখ কেমন লাগে'। উল্লেখ্য, ভারতীয় ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কড়া পদক্ষেপ। ভারত মাতার জয়'। সেখানে আবার আফ্রিদির প্রসঙ্গ টেনে লেখা হচ্ছে, 'এখন বোধহয় ও কেঁদে ভাসাচ্ছে।'

আবার ট্রফিহীন মরসুম আর্সেনালের

এক সময় এই দলে খেলে গিয়েছেন জাটান ইব্রাহিমোভিচ, রোনাল্ডিনহো, ডেভিড বেকহ্যামেরা। একসঙ্গে খেলে গিয়েছেন লিয়োনেল মেসি, নেমার, কিলিয়ান এমবাপেরা। কেউই একটি ট্রফি দিতে পারেননি। সেটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এ বার প্যারিস সঁ জরমঁ দল পুরোপুরি তারকাহীন। নামকরা ফুটবলার নেই। তা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল তারা। বুধবার রাতে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল আর্সেনালকে।

প্রথম পর্বে লন্ডনে গিয়ে ১-০ জিতে এসেছিল প্যারিস। ঘরের মাঠে দলকে জেতাল ফ্যাবিয়ান রুইজ এবং আচরফ হাকিমির গোল। আর্সেনালের বুকায়ো সাকা একটি গোল করলেও লাভ হয়নি। প্যারিসে নামকরা ফুটবলার না-ই থাকতে পারে। তবে কোচ হিসাবে যিনি রয়েছেন তিনি কোনও অংশে কম নন। প্যারিসের এই প্রত্যাবর্তনের পিছনে অনেকাংশেই রয়েছে লুই এনরিকের মস্তিষ্ক। বার্সেলোনায় নামকরা ফুটবলারদের সামলেছেন। দায়িত্বে ছিলেন স্পেন দলেরও। এ বার তিনিই প্যারিসের ভোল বদলে দিয়েছেন।

গত বছর এমবাপে প্যারিস ছাড়ার পরে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা বুঝতেই দেননি এনরিকে। হাতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়েই দল গড়েছেন। তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে। ২০২০ সালের পর আবার ফাইনালে উঠেছে পিএসজি। আগের বার বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হারলেও এ বার ট্রফি জিততে মরিয়া তারা।

যদিও কৃতিত্ব নিজে নিতে রাজি নন এনরিকে। তিনি বলেছেন, "প্রথম দিন থেকেই বলেছিলাম, কঠোর পরিশ্রম করে ক্লাবের হয়ে নতুন ইতিহাস গড়তে হবে। সেই লক্ষ্য এখনও একই রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যে ট্রফির আশায় আমরা বসে আছি সেটা এ বার চাই। কোচ হিসাবে এখানে খুব ভাল ভাবে কাজ করছি। আমার সব রকম স্বাধীনতা রয়েছে।"

আর্সেনালের কোচ মিকেল আর্তেতার মতে, দুই পর্ব মিলিয়ে তাঁরাই সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। স্রেফ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি বলে জিততে পারেননি।

ভারতের হাত ধরে নিজেদের ক্রিকেটের উন্নতি চাইছে শ্রীলঙ্কা

দেশের ক্রিকেটের উন্নতির জন্য ক্রিকেটারদের ফিল্ডিংয়ের মান বাড়াতে চাইছে শ্রীলঙ্কা। তার জন্য ভারতের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। ভারতের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১০ দিনের জন্য ক্রিকেটারদের নিয়ে একটি শিবির করছে শ্রীলঙ্কা। সেখানেই শ্রীধরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড একটি বিবৃতিতে বলেছে, "ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর ১০ দিনের একটি শিবির চালাবেন। সেখানে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের ফিল্ডিংয়ের মান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হবে।"

৭ মে থেকে শুরু হচ্ছে সেই শিবির। সেখানে পুরুষ ও মহিলা দলের ক্রিকেটারেরা থাকবেন। পাশাপাশি অনূর্ধ-১৯ ও জুনিয়র ক্রিকেটারদেরও ফিল্ডিংয়ের মান বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে এই শিবিরে।

২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সাত বছর ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ ছিলেন শ্রীধর। সেই সময় অধিনায়ক ছিলেন বিরাট কোহলি। ভারতের হয়ে ৩০০-র বেশি ম্যাচে কোচিং করিয়েছেন শ্রীধর। কোহলি ও শ্রীধরের জুটি ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ের মান অনেকটাই বাড়িয়েছিল। সেই সময় দু'বার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের টেস্ট সিরিজে হারিয়েছিল ভারত। সেই জয়ে ভারতের ফিল্ডিংয়ের বড় ভূমিকা ছিল। পরে ২০২৪ সালে আফগানিস্তানেরও সহকারী কোচ ছিলেন শ্রীধর।

বোলারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে

প্লে-অফের আশা কমেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের। ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরেছে তারা। মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের কাছে হারের পর দলের এক বোলারের উপর দায় চাপিয়েছেন কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। অথচ নিজের ভুল বোলিং পরিবর্তনের কথা মুখে আনেননি তিনি।

ঘরের মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ১৭৯ রান করেছিল কেকেআর। রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-তে ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছিল চেন্নাইয়ের। সেখান থেকে জিতেছে তারা। বৈভব অরোরার এক ওভারে ৩০ রান নিয়েছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। রাহানেকে প্রশ্ন করা হয়, ওই ওভারই কি তাঁদের হারিয়ে দিল? জবাবে রাহানে বলেন, "একদমই।" যদিও তার পরেই আবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। রাহানে বলেন, "এই ফরম্যাটে অবশ্য এই ধরনের ঘটনা হতেই পারে। একটা ওভার সব বদলে দিতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় ওরা খুব ভাল ব্যাট করেছে। ব্রেভিস ও শিবম ঠিক সময়ে ঝুঁকি নিয়েছে। সেটা ওদের কাজে লেগেছে।"

অথচ বৈভবের হাতে যখন রাহানে বল তুলে দিয়েছিলেন, তখন রাহানের হাতে অন্য বিকল্প ছিল। স্পিনার মইন আলিকে ব্যবহার করতে পারতেন তিনি। বা এক ওভার করাতে পারতেন আন্দ্রে রাসেলকে দিয়ে। তিনি যে ভুল বোলিং পরিবর্তন করেছেন তার খেসারত দিতে হয়েছে দলকে। এ বারের আইপিএলে অনেক ম্যাচেই অধিনায়কত্বে ভুল করেছেন রাহানে। সেই কথা কিন্তু এক বারও মুখে আনেননি তিনি।

রাহানের মনে হয়েছে ১০-১৫ রান কম করেছেন তাঁরা। ম্যাচ হারার সেটাও একটা কারণ। খেলা শেষে কেকেআর অধিনায়ক বলেন, "ম্যাচ হারার ধাক্কা সামলানো কঠিন। আমার মনে হয় ১০-১৫ রান কম করেছি। ১৯০-১৯৫ রান এই উইকেটের জন্য আদর্শ। অবশ্য খুব ভাল একটা ম্যাচ হয়েছে।"দুই স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারাইন বাদে কেকেআরের কোনও বোলার ভাল বল করতে পারেননি। তা-ও তাঁদের আলাদা করে কোনও দোষ দেখছেন না রাহানে। আপাতত সামনের দু'টি ম্যাচ জিততে চান তিনি। রাহানে বলেন, "কোনও অভিযোগ নেই। আমাদের বোলারেরা ভাল বল করেছে। এখন বিষয়টা খুব সহজ। পরের দুটো ম্যাচ জিততে হবে। তার পর দেখব কী হয়?"

কেকেআরের বাকি দু'টি ম্যাচ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। এখনও খাতায়-কলমে প্লে-অফের লড়াই থেকে বাদ যায়নি কেকেআর। পরের দু'টি ম্যাচ জিতলেও বাকি দলগুলির ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে রাহানেদের।

রোহিতের টেস্ট অবসরে মন খারাপ 'টিম ইন্ডিয়া'র

আচমকা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে রোহিতের অনুপস্থিতি যে পাহাড়প্রমাণ শূন্যতা তৈরি করবে সেটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না বোধ হয়। আসলে গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে নিজেকে নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন রোহিত। বিশেষ করে অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর নিজেকে তরুণ প্রজন্মের কাছে রীতিমতো কাছের 'দাদা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন হিটম্যান। রোহিতের অবসরে তাই মন খারাপ টিম ইন্ডিয়ার।

ভারতীয় টেস্ট দলের অন্যতম স্তম্ভ ঋষভ পন্থ সোশাল মিডিয়ায় বলছিলেন, "তোমার উপস্থিতি এবং প্রভাব ড্রেসিংরুমে চিরদিন প্রতিধ্বনিত হবে। তোমার জন্য ভালোবাসা রোহিত ভাই।" ভারতীয় দলের তরুণ উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল বললেন, "তুমি বরাবর আমার প্রথম অধিনায়ক থাকবে। অবসর জীবন ভালো কাটুক রোহিত ভাই।" যশস্বী জয়সওয়াল বললেন, "রোহিত ভাই তোমার সঙ্গে পিচে একসঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়াটা আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই নয়। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।" হিটম্যানের অবসর নিয়ে বার্তা এসেছে কোচ গৌতম গম্ভীরের তরফেও। তিনি বলছেন, রোহিত একটা রত্ন। সত্যিকারের কিংবদন্তি। রোহিতকে অবসরের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন প্রাক্তনরাও। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, "দুর্দান্ত টেস্ট কেরিয়ার। অবসরের জন্য শুভেচ্ছা।" যুবরাজ সিং বলছিলেন, "টেস্টে সফল হতে হলে মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য, একাগ্রতা সবকিছুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু তুমি এই সবকিছুকে এতটা সহজ করে তুলেছিলে। নীরব যোদ্ধা থেকে নেতা হয়ে ওঠার লড়াইটা কঠিন ছিল। সাদা জার্সিতে তোমার লড়াই সত্যি কঠিন ছিল।" শিখর ধাওয়ান বলছেন, "একটা টেস্ট শেষ হল, এবার জীবনের টেস্ট বাকি। ভালো কাটুক অবসর।" বিসিসিআই এবং আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহর তরফেও রোহিতকে অবসরজীবনের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ভারতের সফলতম অধিনায়ক রোহিতই। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। দেশের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই ড্রেসিংরুমে তাঁর প্রভাব বিশাল। সেটাই প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক সতীর্থদের বার্তায়।

শেষ রোহিত জমানা

ভারতীয় ক্রিকেটে এখন এটাই প্রশ্ন। আইপিএলের মাঝে হঠাৎ টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন রোহিত শর্মা। আইপিএল শেষ হলেই ভারত যাবে ইংল্যান্ডে। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে দল। সেখানে নেতৃত্ব দেবেন কে? রোহিত অধিনায়ক থাকার সময় সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব ছিল যশপ্রীত বুমরাহের কাঁধে। শেষ বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টে নেতৃত্বও দেন তিনি। কিন্তু ইংল্যান্ড সফরে তাঁকে অধিনায়ক করা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বুমরাহ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টেই খেলেছিলেন। তাতে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। চোট পান ভারতীয় পেসার। ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সেই ঝুঁকি নেবে না। বুমরাহকে সব ম্যাচ খেলানো হবে না। সেই কারণেই তাঁকে অধিনায়ক না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে বোর্ড। তা হলে কে? শুভমন গিল। ভারতীয় দলের আগামী দিনের অধিনায়ক ধরা হচ্ছে তাঁকে। এক দিনের ক্রিকেটে তিনিই ছিলেন রোহিতের ডেপুটি। টেস্টে শুভমন খেলতেন তিন নম্বরে। রোহিত অবসর নেওয়ায় এখন ওপেনিংয়ে এক জনের জায়গা ফাঁকা হয়েছে। শুভমন ওপেন করতেই পছন্দ করেন। রোহিত অবসর নেওয়ায় তাঁকে সেই জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ২৫ বছরের শুভমনকে অধিনায়ক করলে আগামী ৮-১০ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারে বোর্ড। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাই শুভমনকে দায়িত্ব দিতে পারে তারা।এ বারের আইপিএলে ফর্মে রয়েছেন শুভমন। ১১ ম্যাচে ৫০০-র উপরে রান করেছেন। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে শুভমনের। গৌতম গম্ভীরকে ভারতীয় দলের কোচ করার ক্ষেত্রে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে মেন্টর হিসাবে আইপিএল জেতানোর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছিল বোর্ড। তাই শুভমনকে টেস্ট অধিনায়ক করার ক্ষেত্রেও আইপিএলের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। এখনও পর্যন্ত ৩২টি টেস্ট খেলেছেন শুভমন। ১৮৯৩ রান করেছেন। পঞ্জাবতনয় টেস্টে পাঁচটি শতরানও করেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬১টি ম্যাচ খেলা শুভমন ব্যাটার হিসাবে এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ। বাড়তি দায়িত্ব সামলানোর ক্ষমতা যে রয়েছে, সেটা আইপিএলে প্রমাণিত। গুজরাতকে নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে রানও করছেন। ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ পরিচালনা করার দক্ষতা রয়েছে তাঁর। তরুণ শুভমনের কাঁধেই তাই দায়িত্ব দিতে পারে বোর্ড।

টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে অনেক জায়গায় ঋষভ পন্থ এবং লোকেশ রাহুলের নাম শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পন্থ একেবারেই ফর্মে নেই। এমন একটা সময় তাঁর কাঁধে টেস্ট দলের দায়িত্ব দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না বোর্ড। রাহুল আইপিএলেই নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হতে চাইবেন? রাহুল যদিও এর আগে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট কোহলি। তিনি একটি টেস্ট না খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাহুল। সেই সময় দলে রোহিতও ছিলেন না। তাই অধিনায়ক হিসাবে রাহুলকে হয়তো ভাববে না ভারত।

বোর্ডের কাছে শুভমনকে অধিনায়ক করা ছাড়া আর তেমন কোনও বিকল্প নেই। ইংল্যান্ডের মাটিতে তাই শুভমনের নেতৃত্বে ভারতীয় দলকে নামতে দেখলে খুব অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে লাফ যশস্বী-পন্থের

আইসিসির সর্বশেষ পুরুষদের টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন রবীন্দ্র জাদেজা। অন্যদিকে, টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে লাফ যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থের। বোলিং শীর্ষে রয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। যদিও জাদেজার একধাপ নিচেই রয়েছেন বাংলাদেশি ক্রিকেটার মেহেদি হাসান মিরাজ। র‌্যাঙ্কিংয়ে অসাধারণ উত্থান ঘটেছে তাঁর। তিনি উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে। তবে সম্প্রতি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মিরাজ দারুণ ছন্দে থাকলেও টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি বাংলাদেশ। তুলনায় দুর্বল জিম্বাবোয়ের সঙ্গে সেই সিরিজের ফলাফল ছিল ১-১।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টে একটি সেঞ্চুরি-সহ ১১৬ রান করেছেন মিরাজ। নিয়েছেন ১৫ উইকেট। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর মিরাজ কেরিয়ারের সেরা ৩২৭ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেছেন। এরফলে তিনি মার্কো জ্যানসেনকে টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছেন। ৪০০ পয়েন্ট নিয়ে মিরাজের আগে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

ধাপ এগিয়ে এসেছেন। তিনি এখন ৫৫তম স্থানে। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষ ১২ জনের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। তিনি ২২০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বাদশ স্থানে।

এদিকে, জশপ্রীত বুমরাহ ৯০৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। তাঁর পাশাপাশি ৭৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ দশে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে রয়েছেন জাদেজা। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের জো রুট টেস্ট ব্যাটারদের র‌্যাঙ্কিং শীর্ষে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৯৫। চতুর্থ স্থানে যশস্বী জয়সওয়াল। ঋষভ পন্থ রয়েছেন দশম স্থানে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শৈশবেই মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: শৈশব থেকেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামাজিক মূল্যবোধে বিকশিত হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। তবেই তারা বড় হয়ে সুন্দর সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। এর পাশাপাশি সেবামূলক মনোভাব নিয়ে সমাজের সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি ত্রিপুরা রাজ্য শাখা কার্য্যালয়ে ওয়ার্ল্ড রেডক্রস ডে উদযাপন উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রাজ্যের আরও ৭টি জেলায় রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরের তিনি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। তিনি রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধি এবং রক্তদাতাদের সাথে কথা বলেন ও তাদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানবতাবোধ শৈশব থেকেই সৃষ্টি হয়। তাই শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সামাজিক মূল্যবোধ, সেবামূলক কাজে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্যের স্কুলগুলিতে সহর্ষ পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। শিশুদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই এই পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। পড়াশোনার চাপের ফলে শিশুদের মধ্যে মানসিক চাপ লক্ষ্য করা যায়। তাই ১০ দিন ব্যাগ বিহীন ক্লাশের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আজকের শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের ছোট বেলা থেকেই চিরাচরিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি তাদের অন্যের দুঃখ, অনুভূতি বোঝা এবং সবাইকে নিয়ে একসাথে চলার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। সহর্ষ পাঠ্যক্রমও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে কাজ করছেন। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারও শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ করছে। তিনি বলেন, রেডক্রস সোসাইটির সদস্যরা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, বিপর্য্যয়ের সময় আর্তদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তাদের সারা বিশ্বে সেবামূলক কাজে খ্যাতি রয়েছে। এক্ষেত্রে বিপর্য্যয় মোকাবিলায় তিনি রাজ্যের রেডক্রস সোসাইটির শাখার সদস্যদের একটি টিম গঠন করার পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীব।

মানবসেবায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য কর্মীরা নিরলসভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে প্রতিদিন বহু রোগী সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরছেন। কিন্তু সেগুলি প্রশংসিত হয়না। ভালো কাজ প্রশংসা করা উচিত বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও মানবিকতাবোধ থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পর্যটন, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

যাতে পর্য্যাপ্ত রক্ত মজুত থাকে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রেডক্রস সোসাইটির সেবামূলক কাজের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, ভারত মানবতাবাদ লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার এধরণের উদ্যোগ আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এই ধরণের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান বিমল কান্তি রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাখার সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথ। মঞ্চে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্য শাখার সহ সভাপতি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী। উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড রেডক্রস ডে উদযাপন উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শাখা কার্য্যালয়ে গতকাল ৩৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ওয়াল্ড রেডক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হেনরী ডুনান্ট-এর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে এই দিবসটি পালন করা হয়।

দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ মে: বাজার শেষ করে আর বাড়ি ফেরা হলো না ৪৯ বছর বয়সী মহিলার। দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় অকালেই প্রাণ গেল মনি দাস দেববর্মা নামের ওই মহিলার। উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার হাওয়াই বাড়ি অসম আগরতলা জাতীয় সড়কে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে মৃত মহিলার ছেলে সংবাদ মাধ্যম"কে জানায়, , মনি দাস দেববর্মা নামের ৪৯ বছর বয়সী ওই মহিলা তেলিয়ামুড়া থেকে বাজার করে নিজ বাড়ির দিকে ফেরার পথে হাওয়াই বাড়ি অসম আগরতলা জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে পথ চলতি সাধারন মানুষজন ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও ঘাতক বাইক চালক ততক্ষণে নিজের বাইক ঘটনাস্থলে ফেলে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক বাইকটি"কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া থানায়, এবং বাইক চালকের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

৪৯ বছর বয়সী মনি দাস দেববর্মা নামের ওই মহিলার বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কাঞ্চনমালা এসবি বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে

আগরতলা, ৮ মে: গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এসবি বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।এরই মধ্যে বড় সমস্যা হল শিক্ষক স্বল্পতায়।শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে।বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা চরমভাবে লাটে উঠেছে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সঠিক লেখাপড়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে। সরকারিভাবে বিভিন্ন জায়গায় বলা হচ্ছে বর্তমানে এই সুশাসনের ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এসেছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলে প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫৫ জন তাদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক শুধুমাত্র দুইজন। যাদের নাম রুপালি দত্ত এবং কবিতা চৌধুরী। দুপুর বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪৫ জন, যাদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক মাত্র দুইজন যাদের নাম নুপুর দেবনাথ এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথ। প্রাথমিক বিভাগে এবং দুপুর বিভাগে মিলিয়ে মোট চারজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে পাথরত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করছে। তবে এই ক্ষেত্রে এই তথ্যটি অবিশ্বাস্য হলেও কাঞ্চনমালা এস বি স্কুলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভুল। গত কিছুদিন আগে শিক্ষক স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও দুইজন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছিল।এই শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা এবং বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে শিক্ষক দেয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয় পরিদর্শকের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে নাকি বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়া হবে কিন্তু এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও চোখের কোন খবর নেই এই বিদ্যালয় যার ফলে বিদ্যালয়ে আসার ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক শিক্ষা দানের অভাবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেদিকের নজর নেই রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের। এভাবে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা এই স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করানো থেকে মুখ ঘুড়িয়ে নিচ্ছে।বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অভিভাবকরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের এই শিক্ষক স্বল্পতার কথা তুলে ধরেন পাশাপাশি অভিভাবকরা জানিয়েছেন বিদ্যালয়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক দেওয়া হোক না হয় তাদের ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে নিয়ে ভর্তি করানোর জন্য বদলির সার্টিফিকেট দেওয়া হোক। কেননা অভিভাবকরা চান না যে এই বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানরা পড়াশোনা করে শিক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে মূর্খতা অর্জন করুক।

বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই-কম্পিউটার লিমিটেডের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মে: কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই-কম্পিউটার লিমিটেডের চরম উদাসীনতার কারণে কৈলাসহর পাইতুরবাজার এলাকায় যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড়ধরনের দুর্ঘটনা। পাইতুরবাজার এলাকায় রয়েছে একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার। কিছুদিন পর পরই ওই ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে যায়। প্রতিমাসের তিন থেকে চারবার সেই ট্রান্সফরমারের মধ্যে আগুন লাগার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয়রা বিদ্যুৎ অফিসে ফোন করলে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা, কোনো ধরনের কর্ণপাত করেনা বিষয়টিতে, এমনই অভিযোগ। এমনকি এলাকাবাসীদের ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের ঘটনাস্থলে নিয়ে আসতে হয় বলে অভিযোগ। ট্রান্সফরমারটির আশেপাশে নেই কোনো বেড়া, ফলে এখানে আবর্জনার স্তূপ জমে একাকার অবস্থা। বেড়া না থাকার কারণে মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীদের পাশাপাশি গরু ছাগল প্রতিদিন সেখানে প্রবেশ করছে। যার ফলে যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে সেখানে দুর্ঘটনা।

অভিযোগ বুধবার রাত্রিবেলা উক্ত ট্রান্সফরমারের মধ্যে আগুন লেগে যায়।

বিদ্যুৎ দপ্তরকে দফায় দফায় ফোন করার পর ওরা ঘটনাস্থলে আসে। পরবর্তী সময় স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সেখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান এবং বাড়িঘর। দোকানিদের দাবি, যদি আগুনের লেলিহান শিখায় তাদের দোকান আগুনে পুড়ে যায় তাহলে এই দায়ভার কি বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেড বহন করবে? সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, সেই বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারটি এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হউক। এই দাবি স্থানীয়রা বিগত বেশ কিছু বছর ধরে করে আসছে।

কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এখন দেখার বিষয় হলো বিদ্যুৎ দপ্তর বা মহকুমা প্রশাসন কি ভূমিকা গ্রহণ করে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপি প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপি প্রতিনিধিদলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আজ। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সদনে আজ জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় হয়েছে। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জাতীয় এবং রাজ্যদলের সভাপতিগণ তাদের পরামর্শ ও উদ্বেগ সরাসরি কমিশনের কাছে তুলে ধরেছেন, যার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিলো। বর্তমানে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায় সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই ধরনের মতবিনিময় অনুষ্ঠান সঙ্গতিপূর্ণ। এর আগে সবমিলিয়ে ৪,৭১৯টি সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকগণ (সি.ই.ও.) ৪০টি, জেলা নির্বাচন আধিকারিকগণ (ডি.ই.ও.) ৮০০টি এবং ই.আর.ও.-রা ৩,৮৭৯টি বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৮ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধিগণ এই বৈঠকগুলিতে অংশ নিয়েছেন।

শিক্ষক স্বল্পতায় জর্জরিত দুর্লভ নারায়ণ এইচএস স্কুল

আগরতলা, ৮ মে: শিক্ষকের পরিবর্তে আয়া দিয়ে চালছে ক্লাস। তাছাড়া, বিদ্যুৎ সহ শিক্ষক স্বল্পতায় জর্জরিত দুর্লভ নারায়ণ এইচএস স্কুল। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রয়েছে স্কুল। দীর্ঘ অনেকদিন যাবত স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে যা খোঁজ নিজ মুখে স্বীকার করলেন প্রধান শিক্ষক।

জানা গিয়েছে, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা রয়েছে ১৫৩ জন। শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছে ৫ জন তার মধ্যে থেকে ১জন শারীরিক প্রতিবন্ধী।

ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতকে টিবি মুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নিতে হবে: পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: টিবিমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সকল সচেতন নাগরিকদের পাশাপাশি এলাকার জনপ্রতিনিধিদেরও এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতকে টিবিমুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নিতে হবে। আজ জিরানীয়ার অগ্নিবীণা হলে টিবিমুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, এক সময় এই রোগ হলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হতো এবং অনেক ক্ষেত্রেই রোগী মৃত্যুবরণ করতেন।

কিন্তু আজকের দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই রোগ পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য। প্রয়োজন শুধু নিয়মিত চিকিৎসা, ওষুধ সেবন এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। এই অভিযানের কেন্দ্রে রয়েছে একটি অসাধারণ ও মানবিক উদ্যোগ নিক্ষয় মিত্র। নিক্ষয় মিত্র এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা টিবি রোগীদের দত্তক নিয়ে তাদের চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধারের পুরো সময়টিতে সহায়তা করেন ও পাশে থাকেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিনি নিজে নিক্ষয় মিত্র হিসেবে এগিয়ে এসেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, মজলিশপুরের সকল টিবি রোগীদের তিনি প্রতি মাসে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করবেন এবং তা অব্যাহত থাকবে যতদিন না তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা টিবি আধিকারিক ড. মৌসুমী ঘোষ। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন এন.এইচ.এম.-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগি।

ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। জিরানীয়া কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবী রনজিৎ রায় চৌধুরী, পার্থসারথী সাহা। অনুষ্ঠানে এলাকার টিবি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিবারগুলিকে পুষ্টি সামগ্রী তুলে দেন অতিথিগণ।

আগামী ১০ মে চলতি বছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত

আগরতলা, ৮ মে : আগামী ১০ মে শনিবার রাজ্যে বসছে এবছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৪০ টি বেঞ্চে ২১,৪১০ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৩৩৯ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ২২১ টি মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৫,৪৫৭ টি মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত এক হাজার মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ১৪,২৬৪ টি মামলা, চেক বাউন্স (এনআই অ্যাক্ট) সংক্রান্ত ৬৩ টি মামলা, ক্রেতা স্বার্থ সংক্রান্ত ৯ টি মামলা, বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত ৪৮ টি মামলা এবং চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ৮টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে।

লোক আদালতে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গত ৫ই মে থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে মামলার প্রি-কনসিলিয়েশন বা নিষ্পত্তির সুবিধা নিচ্ছেন। লোক আদালতে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন অধিকার মিত্র-রা। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি অমরনাথ গৌড় জাতীয় লোক আদালত সফল করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব শ্রীমতি ঝুমা দত্ত চৌধুরী আবেদন করেছেন।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২৫ উপলক্ষে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২৫ উপলক্ষে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা ও উইমেন্স পলিটেকনিক কলেজ, আগরতলার যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি ৮ই মে, ২০২৫ তারিখে উইমেন্স পলিটেকনিক কলেজের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের থিম ছিল: 'টুগেদার ফর থ্যালাসেমিয়া: উইনিটিং কমিউনিটি, প্রয়োরিটাইজিং পেসেন্ট' অর্থাৎ "থ্যালাসেমিয়ার জন্য একসাথে: সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা, রোগীদের অগ্রাধিকার দেওয়া।"

এই অনুষ্ঠানে উইমেন্স পলিটেকনিক কলেজের প্রায় ২০০জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। মূলত থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধে রক্ত পরীক্ষা ও রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।উক্ত আয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ রিপন দেববর্মা ও সমাজসেবীরা উপস্থিত থেকে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি রোটারিয়ান ডঃ বিধান গোস্বামী, রোটারিয়ান সুজিত চন্দ, রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ রোটারিয়ান ইঞ্জিনিয়ার তরুণ কুমার দাস ও রোটারিয়ান স্বপন ভৌমিক

লোক কবি ব্রজলাল অধিকারীর শহীদ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ মে: লোক কবি ব্রজলাল অধিকারীর শহীদ দিবস বিলোনিয়াতে পালিত হয় বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্র বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে। লাল কে কেন ভয় ওরে ভাই, লাল কে কেন ভয়, লাল যে মায়ের সিঁথির সিঁদুর, ভোরের সূর্য্যদয় এই বিখ্যাত গণসঙ্গীতের কথা ও সুরের স্রষ্টা কবি ব্রজলাল অধিকারী তারই গণসংগীত একটা সময় মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেয়। সময়টা ছিল ১৯৮৬ সালের ৮ই মে বাড়িতে ফেরার পথে দুস্কৃতিকারীর আক্রমণে প্রান যায় জারুল বাচাইয়ে কবি ব্রজলাল অধিকারী।

ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্র বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটি পালন করল ব্রজলাল অধিকারীর শহীদান দিবস। বিলোনিয়া সিপিআইএম বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত হয় শহীদ দিবসের কর্মসূচি।প্রথমে কবি ব্রজলাল অধিকারীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্রের সদস্য সহ বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ। শ্রদ্ধা জানানোর পর শহীদ কবির আত্মার সদগতি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

এরপর ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্র বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির পক্ষে লোক কবি ব্রজলাল অধিকারী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া এইদিনের শহীদান দিবস আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, সংস্কৃতি সমন্বয়ের বিভাগীয় সম্পাদক লিটন চক্রবর্তী, সভাপতি রতন ভৌমিক, দেবী প্রসাদ রুদ্র পাল সহ অন্যান্যরা।

অভিযোগ নিষ্পত্তিতে বিদ্যুৎ নিগমের বহুমুখী ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মে: রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দ্রুত এবং কার্য্যকর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড একাধিক আধুনিক ও সহজলভ্য ব্যবস্থা চালু করেছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ এখন আরও সহজে ও কম সময়ে জানানো সম্ভব হবে "বিদ্যুৎ বন্ধু" অ্যাপ ব্যবহার করে।

এই অ্যাপটির মাধ্যমে গ্রাহকরা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারবেন এবং তার অগ্রগতিও পর্য্যবেক্ষণ করতে পারবেন। পাশাপাশি, অন্যান্য মাধ্যমগুলিও সক্রিয় থাকবে যেন গ্রাহকরা তাদের সুবিধামত অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ জানানোর উপায়গুলি হল বিদ্যুৎ বন্ধু অ্যাপ, হোয়াটস্যাপ নম্বর: ৯৮৬৩৫৯৬০৮১,ওয়েব পোর্টাল: ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ঠ্ন্ত্রত্বন্দ্বদ্র,

টোল ফ্রি নম্বর ১৯১২, এবং শুধুমাত্র আগরতলার জন্য: ৬০৩৩১৩২০৮২। গ্রাহকদের প্রতি ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের তরফে বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে যে, অভিযোগ জানানোর সময় অবশ্যই কনজিউমার আইডি প্রদান করতে হবে। কনজিউমার আইডি ছাড়া কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না বলেও নিগম জানিয়েছে। নিগমের বক্তব্য, কনজিউমার আইডি প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়ির ঠিকানা চিহ্নিতকরণ সহ পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ অতি দ্রুত সম্ভব হয়ে যায়। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড বিশ্বাস করে, বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও সুচারু, দক্ষ ও দ্রুততার সঙ্গে পরিচালনার জন্য গ্রাহকদের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য্য। তাই প্রতিটি নাগরিকের প্রতি নিগমের আহ্বান , যথাযথভাবে অভিযোগ জানিয়ে তারা যেন এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

দক্ষিণ চড়িলামে ফের চুরির হানা, ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, প্রশ্ন নিরাপত্তা নিয়ে

বিশ্রামগঞ্জ, ৮ মে : দক্ষিণ চড়িলাম গ্রামে ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বুধবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর কলোনী এলাকায় ঘটে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চোরের নিশানায় এবার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ রাকেশ দেবনাথের ফাঁকা বাড়ি।

পেশাগত কারণে রাকেশ দেবনাথকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়, ফলে তার বসতবাড়ি অধিকাংশ সময়ই তালাবদ্ধ থাকে। এছাড়া পারিবারিক অশান্তির কারণে তার স্ত্রীও আলাদা থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নেয় দুষ্কৃতীরা। বুধবার গভীর রাতে চোরের দল দুটি ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে।

চুরি যায় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, ব্যাঙ্কের চেক বই, এটিএম কার্ড, দামি জামাকাপড় এমনকি ঘরের বৈদ্যুতিক বাল্বও। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা রাকেশ দেবনাথের ঘরের দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাকে খবর দেন। রাকেশ ছুটে এসে নিজের চোখে সবকিছু লণ্ডভণ্ড অবস্থায় দেখে হতবাক হয়ে যান।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। রাকেশ দেবনাথ জানান, এর আগেও একাধিকবার তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। একবার ৫ হাজার টাকা এবং আরেকবার পানীয় জলের চাপা কল পর্য্যন্ত চুরি হয়ে গিয়েছে।

এলাকাবাসীরা জানান, একের পর এক চুরির ঘটনায় তারা আতঙ্কিত। অনেকেই মনে করছেন ট্যাবলেট ও নেশাগ্রস্ত যুবকরাই এই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত। পুলিশ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্য্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। গ্রামবাসীরা অবিলম্বে এলাকায় টহলদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

দুর্গাপুরস্থিত মনু নদীর বাঁধ পরিদর্শনে বিধায়ক বীরজিৎ

আগরতলা, ৮ মে: কৈলাসহরের দুর্গাপুরস্থিত মনু নদীর বাঁধ পরিদর্শনে গিয়েছেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা সহ অন্যান্যরা।

এদিন বাঁধ পরিদর্শনকালে তাঁরা লক্ষ্য করেন বাঁধের কাজ খুবই ধীরগতিতে চলছে। তাছাড়া যে ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন তিনি মাটি ফেলার জন্য কয়েকটা গাড়ি ব্যবহার করছেন। যার ফলে বাঁধের উপর এখন পর্যন্ত সামান্য মাটি ফেলা হয়েছে। যে জায়গায় ২০১৮ সালে বাঁধ ভেঙ্গে কৈলাসহর বন্যায় প্লাবিত হয় সেই বাঁধের এত ধীর গতিতে কাজ দেখে বিধায়ক অসন্তুষ্ট হন।তিনি বলেন, অতিসত্বর যাতে বাঁধের কাজে আরো বেশি গাড়ি নিয়োগ করা হয়। বাঁধ পরিদর্শন শেষে বিধায়ক সহ অন্যান্যরা ওয়াটার রিসোর্স দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তাঁরা এক্সিকিউটিভের কাছে দাবি জানিয়েছেন, ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন তিনি যেন বাঁধের কাজে আরো বেশি পরিমাণে গাড়ি প্রয়োগ করেন। কারণ সামনেই বর্ষাকাল। তার পূর্বে কাজ শেষ করা প্রয়োজন। তাছাড়া এখন পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে দুর্গাপুর স্থিত বাঁধের, তা খুবই নিম্নমানের।

পানীয় জলের তীব্র সংকটে কৈলাসহর, উত্তাল জনগণ

আগরতলা, ৮ মে : কৈলাসহর পুর পরিষদের ২, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে দেড় বছর ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আজ স্থানীয় যাটোর্ধ নাগরিকরা ডি ডাব্লিউ এস অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই দিনে দু'বেলা জল মিলছে না, অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী সমীর বিশ্বাস জানান, সকাল-বিকাল জল মিলছে না, অফিসে গিয়েও অধিকাংশ সময় আধিকারিকদের পাওয়া যায় না।ডি ডাব্লিউ এস-এর এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, কয়েকদিনের মধ্যে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas